সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির মুখপত্র ● ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা ● জুন ২০১৪ ● পাঁচ টাকা

নারায়ণগঞ্জ থেকে ফেনী : মাফিয়া রাজত্বের পথে দেশ

জনগণের নিরাপত্তা দেবে কে?

● সাম্যবাদ প্রতিবেদক ●

অপমৃত্যুর মহোৎসব চলছে দেশে। তারই মধ্যে নারায়ণগঞ্জে নৃশংস ৭ খুন এবং ফেনীতে প্রকাশ্য দিবালোকে একজনকে খুন করে গাড়িসহ জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা মানুষের সংবেদনশীলতা ও চেতনায় প্রবল নাড়া দিয়েছে।

নারায়ণগঞ্জে সরকারি দলের স্থানীয় দুই নেতার বিরোধে একসাথে ৭ জন মানুষকে অপহরণের পর খুন করে বস্তায় ভরে ইঁট বেঁধে নদীতে লাশ ডুবিয়ে দেয়া হল। মানুষ কতটা বর্বর ও দয়া-মায়াহীন হলে একজনকে টার্গেট করতে গিয়ে শুধু সাথে থাকার কারণে আরো ৬ জনের প্রাণ কেড়ে নিতে পারে? এদের মধ্যে একজন আইনজীবী ও দুইজন ড্রাইভার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার অপরাধে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন যাদের সাথে খুনীদের কোনো বিরোধ ছিল না। আর তাই মানুষের মনে এ প্রশ্ন জেগেছে – অপরাধীরা কতটা ক্ষমতাশালী ও বেপরোয়া হলে প্রকাশ্যে রাস্তা থেকে এতগুলো লোককে তুলে নিতে পারে এবং অপহৃতদের উদ্ধারের দাবিতে বিক্ষোভ ও মিডিয়ায় তোলপাড়ের মধ্যেও তাদের খুন করে এত লাশ গুম করতে পারে? অর্থাৎ অপরাধীরা নিশ্চিত যে কেউ তাদের কিছু করতে পারবে না। এখান থেকেই জনমনে সন্দেহ দেখা দেয়, এর সাথে জড়িত রাষ্ট্রীয় এলিট বাহিনী র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব)। কারণ এই বাহিনীর বিরুদ্ধে গুম-অপহরণ ও বিনা বিচারে হত্যার প্রচুর অভিযোগ অতীতে এসেছে। নিহত নজরুলের স্বজনরা অভিযোগ করেন, প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ নেতা নূর হোসেন র‍্যাব-১১ এর শীর্ষ কর্তাদের ৬ কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে এই অপহরণ ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়েছে। লাশগুলো যে বস্তাতে বাঁধা হয় এবং লাশ ডোবানোর কাজে যে ইঁট ব্যবহার করা হয়েছে তার সাথে র‍্যাবের ব্যবহার্য সামগ্রীর মিল পাওয়া গেছে।

ফেনীতে সরকার দলীয় একজন জনপ্রতিনিধিকে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করে গাড়িসহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল সেখানকার স্থানীয় সরকার দলীয় এমপির দিকে নিবদ্ধ হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের ঘটনায় মানুষ সরাসরি র‍্যাব-পুলিশসহ প্রশাসনের দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছে। সরকারি দলের গডফাদার নেতাদের বিরুদ্ধে জড়িত থাকার সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে।

কারণ এদের সম্মিলিত দুষ্টচক্রের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রশ্রয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইতোমধ্যে নারায়ণগঞ্জকে সন্ত্রাসের লীলাভূমি আর মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত করেছে। আর সন্ত্রাস-পেশীশক্তি নির্ভর দুর্বৃত্তায়িত আওয়ামি লীগ-বিএনপিসহ বুর্জোয়া রাজনীতির কাছে এসব সন্ত্রাসের গডফাদাররাই সম্বর্ধনা পেয়েছেন। তাদের আশীর্বাদ ধন্য হয়ে বড় বড় জনপ্রতিনিধির পদ অলংকৃত করেছেন। প্রশাসনের সামান্য রদবদল, দু'একজনকে বরখাস্ত, তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রশাসনের চাতুর্যপূর্ণ আশ্বাসবাণী, লোকদেখানো গ্রেফতারের প্রহসন ইত্যাদিতে এমন মর্মান্তিক ঘটনাও একসময় ধামাচাপা পড়ে যাবারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে বলে জনমনে আশংকা প্রবল হয়ে উঠছে। সরকারের মন্ত্রীদের বক্তব্যে জননিরাপত্তার প্রশ্নে তাদের দায়বদ্ধতার ন্যূনতম পরিচয় মেলে না, বরং সমস্ত দায় 'চক্রান্তের' কাহিনী ফেঁদে বিরোধী পক্ষের উপর চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় তারা লিপ্ত। হয়তো অন্য অনেক ঘটনার মতো এটিও ধীরে ধীরে ধামাচাপা পড়ে যেত *(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ট্যাক্স-কর-ভ্যাট ও মূল্যবৃদ্ধির খড়্গে জনগণকে বলি দিয়ে লুটেরাগোষ্ঠীর উচ্চাভিলাষ পূরণের বাজেট প্রত্যাখ্যান করুন

● সাম্যবাদ প্রতিবেদক ●

আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের জবরদস্তিমূলক শাসনের প্রথম বাজেট প্রণীত হয়েছে। এ বাজেট শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা হাজা+-র হাজার কোটি টাকার মালিক মুষ্টিমেয় ধনকুবের শিল্পপতি-ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর লাগামহীন দুর্নীতি ও শোষণ-লুণ্ঠনেরই ব্যবস্থাপত্র। জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের পরিবর্তে এ বাজেটে মূল্য ও ভ্যাট-করের বোঝা চাপানো হয়েছে। ফলে এ ধরনের *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বাণিজ্যিকীকরণের আগ্রাসনে বিপন্ন চিকিৎসার অধিকার

● সাম্যবাদ প্রতিবেদক ●

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জীবন আপাদমস্তক সংকটে জর্জরিত। সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন এখানে অসম্ভব। এমনকি মৃত্যুও এখানে অস্বাভাবিক, ভয়াল, বিভৎস যার নজির আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি। মানুষ অসুস্থ হয়ে ডাক্তার-হাসপাতালের শরণাপন্ন হয় সুস্থতার আশায় – সেখানেও পদে পদে বিঘ্ন-ভোগান্তি। এই ভোগান্তি এতই চরম যে মানুষ ভাবে, এর চেয়ে মৃত্যুই ভালো! সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনা পর পর এমনভাবে ঘটেছে যে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার ভঙ্গুর-জীর্ণ চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর একদিকে আছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণের সর্বগ্রাসী থাবা, আর অন্যদিকে আছে আস্থা-ভরসার প্রবল সংকট।

একের পর এক বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ক্লিনিকে ডাক্তার-রোগী-সাংবাদিকদের মধ্যকার সংঘর্ষের ঘটনা সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছে। এ তালিকায় আছে দেশের প্রধান হাসপাতাল ঢাকা মেডিকেল কলেজ, বারডেম, মিটফোর্ড, ময়মনসিংহ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। এছাড়া ঢাকার শিকদার মেডিকেল কলেজে একজন ডাক্তারের নেতৃত্বে একজন *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

তিস্তার পানির দাবিতে জাতীয় কনভেনশন

শাসকশ্রেণীর নতজানু নীতি ও ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলুন

● সাম্যবাদ প্রতিবেদক ●

তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় ও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার দাবিতে এবং ভারতের পানি আগ্রাসন ও সরকারের নতজানু নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান নিয়ে অনুষ্ঠিত হল জাতীয় কনভেনশন। জাতীয় প্রেসক্লাবের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী এ কনভেনশনে দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী, নদী ও পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ, বাম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং তিস্তা পাড়ের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। কনভেনশন থেকে চলমান এ আন্দোলনকে তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়া এবং ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়।

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সমন্বয়কারী বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন ভাষা সৈনিক আহমদ রফিক, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আহমেদ কামাল, সমুদ্র গবেষক নূর মোহাম্মদ, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, পানি বিশেষজ্ঞ ম. ইনামুল হক, *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

তিস্তার পানির দাবিতে জাতীয় কনভেনশন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ঢাবির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আকমল হেসেন, প্রকৌশলী বি ডি রহমতুল-াহ, জাবি শিক্ষক অধ্যাপক নাসিম আখতার হোসাইন, বিশিষ্ট সাংবাদিক আবু সাঈদ খান, পরিবেশবিদ আবদুল মতিন, অর্থনীতিবিদ স্বপন আদনান, ঢাবি'র আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তানজিম উদ্দিন খান। তিস্তা পারের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে বক্তব্য রাখেন নীলফামারীর ডিমলার কৃষক আব্বাস উদ্দিন সরকার, দিনাজপুরের চিরিরবন্দরের কৃষক হাফেজ উদ্দিন এবং রংপুরের গঙ্গাচড়ার কৃষক কাউসার আলম।

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক ইয়াসিন মিয়া, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক প্রমুখ। এছাড়া বিভিন্ন জেলার কয়েকজন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, ভারতের সাথে আমাদের নদী নিয়ে সমস্যা বহুদিনের। সীমান্তকে কেন্দ্র করেও একটা ধারাবাহিক সমস্যা আছে। এইসব বিষয়ের একটিরও মীমাংসা ভারত আজ পর্যন্ত করেনি। ইউরোপেও একাধিক দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদী আছে। সেখানে অন্তত এই বিষয় নিয়ে কেউ কাউকে জব্দ করতে চায় না। কিন্তু ভারত আমাদের সাথে সেই সৌজন্যতাটুকুও দেখাচ্ছে না।

তিনি বলেন, আমরা যখন ভারতের সরকারের বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি তখন আমাদের এ কথাটাও স্পষ্ট করে বলা দরকার যে, ভারতের সরকার আর ভারতের জনগণ এক নয়। ভারতের গণতান্ত্রিক জনগণের কোনো ইচ্ছাই নেই নদীর পানি নিয়ে আমাদের উপর জবরদস্তি করার। এই নদী বয়ে চলার মধ্য দিয়ে তো তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। এদেশের মানুষের কোনো দুর্ভোগ তারা চায় না।

কনভেনশন থেকে জেলা পর্যায়ে কৃষক-ক্ষেতমজুর-জনতার স্থানীয় কমিটি গঠন, রংপুরে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক সমাবেশ, টিপাইবাধ বন্ধের দাবিতে সিলেটে আঞ্চলিক সমাবেশ, ফারাক্কার কারণে লবণাক্ততার কবলে আক্রান্ত দক্ষিণাঞ্চলকে রক্ষা এবং রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধের দাবিতে খুলনায় দক্ষিণাঞ্চলীয় সমাবেশ, সমন্বিত আঞ্চলিক পানি ব্যবস্থাপনার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ ও আন্দোলনকারী শক্তির প্রতিনিধিদের নিয়ে দক্ষিণ এশীয় সম্মেলন, অবিলম্বে জাতিসংঘের জলপ্রবাহ কনভেনশন ১৯৯৭ রেটিফাই করার দাবিতে আগামী জুন মাসে সমাবেশ-বিক্ষোভ, ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহারে বাংলাদেশের ক্ষতির শ্বেতপত্র প্রকাশ, বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিনিধি সভা-কনভেনশন-মতবিনিময় সভা এবং প্রয়োজনে আগামী শুষ্কমৌসুমে লংমার্চ-রোডমার্চ ইত্যাদি কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেয়া হয়।

কনভেনশনে নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের শাসকগোষ্ঠী গোটা দেশকে লুটপাট করছে, নদী-পানি-প্রকৃতি সবই লুটপাট করছে। ফলে পদ্মা-মেঘনা-যমুনার পলি-পানিতে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতি ধ্বংস হয়ে গেলেও তাদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু এ দেশ লক্ষ মানুষের আত্মদানে, রক্তে-শ্রমে-ঘামে গড়ে ওঠা দেশ। এ দেশকে রক্ষা করতে হলে এর প্রাণ-প্রবাহ নদীগুলোকে রক্ষা করতে হবে আমাদেরই। নদী রক্ষার আন্দোলন শেষ পর্যন্ত নিজেদেরই রক্ষা করার আন্দোলন। এ আন্দোলনে প্রতিটি দেশপ্রেমিক বিবেকবান মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানান। এর পাশাপাশি ভারতের শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-লুণ্ঠনের শিকার ভারতের সাধারণ জনগণকেও বাংলাদেশের জনগণের পাশে একে দাঁড়ানোর জন্য কনভেনশন থেকে আহ্বান জানানো হয়। কনভেনশনে বলা হয়, দু'দেশের নিপীড়িত-শোষিত জনগণের ঐক্য এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক জনগণের সংগ্রামী ঐক্যই এ আন্দোলনকে বিজয়ী করতে পারে।

এর আগে গত ১৬ জুন বাম মোর্চার উদ্যোগে তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের দাবিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

কমরেডস্ মজিবর, আ. রহমান, চাঁন মিয়া ও আব্দুস সোবহানের স্মরণ সভা

গত ৩ জুন বিকাল ৪টায় গাইবান্ধার দারিয়াপুর আমানউল্যা উচ্চ বিদ্যালয়ের সুরেন্দ্র মোহন মিলনায়তনে প্রয়াত কমরেডস্ মজিবর রহমান, আ. রহমান, চাঁন মিয়া, আব্দুস সোবহান-এর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত কমরেড মজিবর রহমান ছিলেন পেশায় একজন কাঠমিস্ত্রী, কমরেড আ. রহমান ও কমরেড সোবাহান ছিলেন কৃষক এবং কমরেড চাঁন মিয়া পেশায় হোটেল ব্যবসায়ী। প্রয়াত কমরেডগণ শোষণহীন সমাজ নির্মাণের সংগ্রামে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিয়োজিত ছিলেন।

স্মরণ সভার শুরুতেই প্রয়াত কমরেডদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন। স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন স্মরণ সভা প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক মাহবুবর রহমান। আলোচনা করেন বাসদ গাইবান্ধা জেলা শাখার আহ্বায়ক কমরেড আহসানুল হাবীব সাঈদ, সদস্য সচিব কমরেড মন্জুর আলম মিঠু, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট গাইবান্ধা সদর উপজেলা কমিটির সভাপতি প্রভাষক গোলাম সাদেক লেবু, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন গাইবান্ধা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র গাইবান্ধা জেলার সহ-সভাপতি সুভাশীনি দেবী, সাধারণ সম্পাদক নিলুফ-ার ইয়াসমিন শিল্পী, কৃষক নেতা মোজাহেদুল ইসলাম রানু, রতুল চন্দ্র, ডা. আ. জোব্বার, জাহিদুল হক, জুয়েল মিয়া, সিপিবি'র জেলা কমিটির সদস্য তমন কুমার বর্মন, সাংস্কৃতিক কর্মী পরিতোষ কুমার বর্মন, প্রভাষক আব্দুর রাজ্জাক রেজা, ছাত্র ফ্রন্ট জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান।

বাঁশখালী নাগরিক উন্নয়ন কমিটির স্মারকলিপি প্রদান

চিকিৎসা সেবায় দুর্নীতি, যাত্রী হয়রানি, ভূমি অফিসে দুর্নীতি বন্ধ, লোডশেডিং বন্ধ ও বিদ্যুতের দাম কমানোসহ বিভিন্ন দাবিতে বাঁশখারী নাগরিক কমিটি ২৮ এপ্রিল বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ সহকারে সাংসদ মোস্তাফিজুর রহমান ও বাঁশখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে স্মারকলিপি প্রদান করে। সভায় বক্তারা বলেন, হাসপাতালে ও কমিউনিটি ক্লিনিকে পর্যাপ্ত ঔষুধ ও চিকিৎসক না থাকায় সাধারণ রোগীরা চিকিৎসা সেবায় হয়রানির শিকার হচ্ছে। সার্ভেয়ারদের জমি ভাগবাটোয়ারা, খতিয়ান ভুললিপির কারণে পুনরায় সংশোধন কিংবা সার্ভেয়ারদের তদন্ত রিপোর্ট প্রেরণে চলছে অবাধ দুর্নীতি।

ইডেনে নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ইডেন কলেজ শাখার উদ্যোগে ১২ মে সকালে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এ নবীনবরণে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। সকাল ১১টায় কলেজ অডিটোরিয়ামে শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেয়ার মাধ্যমে নবীনবরণের কাজ শুরু হয়। নবীনবরণ অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তানজীমউদ্দিন খান এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তানিয়া আলম ও পরিচালনা করেন তৌফিকা দেওয়ান লিজা। আলোচনা সভা শেষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কবিতা আবৃত্তি, গান, নাচ ও গীতি আলেখ্য এবং নাটিকা পরিবেশিত হয়।

উন্নয়ন বরাদ্দের ৪০% কৃষিখাতে বরাদ্দ, কৃষি ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত, ক্ষেতমজুরদের জন্য সারাবছর কাজ ও আর্মিরেটে রেশনের দাবি

নীলফামারী

ঠাকুরগাঁও

উন্নয়ন বাজেটের ৪০% কৃষিখাতে বরাদ্দ দিয়ে কৃষি ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত, ক্ষেতমজুরদের সারাবছর কাজ ও আর্মিদরে রেশন সরবরাহ, বিএডিসি-কে সচল করে বীজ-সার-কীটনাশক অর্ধেক দামে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা, বয়স্ক ও বিধবা ভাতা ৩০০০ টাকা এবং ১২০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্প চালুসহ বিভিন্ন দাবিতে ২১ মে জেলায় জেলায় জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এছাড়া উৎপাদন খরচের ৩৩% মূল্য সহায়তা দিয়ে ধান ও ভুট্টার মূল্য নির্ধারণ এবং সরকারি উদ্যোগে হাটে হাটে ক্রয় কেন্দ্র খুলে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ও ভুট্টা ক্রয়ের দাবিতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে খাদ্যমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এর আগে এসব দাবিতে বিভিন্ন হাটে-বাজারে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

নীলফামারী : ২১ মে সকাল ১১টায় সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট নীলফামারী জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাসদ ডিমলা উপজেলা সমন্বয়ক ডা. রবীন্দ্রনাথ রায় রবি, ডোমার উপজেলা শাখার সমন্বয়ক ইয়াসিন আদনান রাজিব, ছাত্র ফ্রন্ট নীলফামারী জেলা সংগঠক রিয়াদ হাসান প্রমুখ। একই সাথে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে খাদ্যমন্ত্রীর নিকট পৃথক স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

ঠাকুরগাঁও : ১ জুন দুপুরে শহরের চৌরাস্তায় বাসদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী, বয়স্ক বিধবা ও কৃষকরা অংশ নেন। এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদের সমন্বয়কারী মাহাবুবুল আলম রুবেল, প্রতিবন্ধী শাহাজাহান, পরিতোষ প্রমুখ। মানববন্ধন শেষে চৌরাস্তা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয় এবং জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী বরাবর ১২দফা দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

গাইবান্ধা : ২১ মে বেলা ১২টায় সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শেষে খাদ্যমন্ত্রী বরাবর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। মিছিল পূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ আহ্বায়ক আসহানুল হাবীব সাঈদ, মনজুর আলম মিঠু, গোলাম ছাদেক লেবু, কাজী আবু রাহেন শফিউল্যা, জাহেদুল হক প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে প্রতিটি হাট ও ঘাটের প্রবেশ মুখে সরকারি টোল চার্ট লাগানোসহ ইজারাদারী জুলুম, নির্যাতন বন্ধে কার্যকর প্রশাসনিক উদ্যোগ দাবী করেন। নেতৃবৃন্দ গাইবান্ধা স্টেডিয়াম সহ জেলার সর্বত্র হাউজি, জুয়া, অশ্লীল নৃত্যের আসরসহ মাদকদ্রব্যের অবাধ বেচা-কেনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে এসব বন্ধ করার দাবি জানান।

১৯ মে সন্ধ্যা ৭টায় লক্ষীপুর ইউনিয়নের হাট লক্ষী-পুর, বাদিয়াখালী ইউনিয়নের পুরাতন বাদিয়াখালী বাজারে হাটসভা অনুষ্ঠিত হয়। হাট সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড আহসানুল হাবীব সাঈদ, সদস্য আমিনুল ইসলাম, নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, কৃষক নেতা মোজাহিদুল ইসলাম রানু, অতুল চন্দ্র, ময়নুল ইসলাম, মিলন সরকার ও পরমানন্দ প্রমুখ।

১৭ মে সন্ধ্যা ৭টায় গাইবান্ধার গিদারী ইউনিয়নের কাউন্সিলের বাজার, ১৪ মে ঘাগোয়া ইউনিয়নের রূপারবাজার, ১৫ মে মালিবাড়ী ইউনিয়নের গোডাউন বাজার, ১৬ মে কামারজানী ইউনিয়নের কামারজানী হাটে হাটসভা অনুষ্ঠিত হয়। হাটসভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ গাইবান্ধা জেলা আহবায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, গিদারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাসদ নেতা প্রভাষক গোলাম ছাদেক লেবু, আমিনুল ইসলাম, কৃষক নেতা মোজাহিদুল ইসলাম রানু, মাহাবুবর রহমান খোকা, জাহিদুল হক, মমিনুল ইসলাম, রনজু, মাসুদ, রেজাউন নবী, মিলন সরকার ও মিলন মিয়া প্রমুখ।

রংপুর : ২১ মে সকাল ১১টায় সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা নেতা ও বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি রংপুর জেলা শাখার সমন্বয়ক কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলু, জেলা কমিটির সদস্য পলাশ কান্তি নাগ প্রমুখ।

১৯ মে সন্ধ্যায় বাসদ পীরগাছা উপজেলা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলার প্রধান সড়কে বিক্ষোভ মিছিল শেষে স্টেশন চত্বরে সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাসদ পীরগাছা উপজেলা শাখা সংগঠক রঞ্জন বর্মন। বক্তৃতা করেন পার্টির রংপুর জেলা কমিটির সদস্য পলাশ কান্তি নাগ, এম নিয়াজ।

বিদ্যুতের দাবিতে গাইবান্ধায় রাস্তা অবরোধ-ধানক্ষেতে মানববন্ধন

২১ এপ্রিল সচেতন এলাকাবাসীর উদ্যোগে বিদ্যুতের লোডশেডিং বন্ধের দাবিতে গাইবান্ধা–বালাসীঘাট সড়কের মদনেরপাড়া বাজারে রাস্তা অবরোধ করে রাখে বিক্ষুব্ধ ইরিধান আবাদি চাষীরা। পরে জেলা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী ফোনের মাধ্যমে সংকট সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেয়া হয়।

সেচ মৌসুমে ঘন ঘন লোডশেডিং-এর প্রতিবাদে গত ২১ এপ্রিল ধানক্ষেতে ব্যতিক্রমী এক মানববন্ধনের আয়োজন করে স্থানীয় বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগ্রাম পরিষদ ও অধিকার আদায় সংগ্রাম পরিষদ। মানববন্ধন শেষে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাইবান্ধা-নাকাইহাট-গোবিন্দগঞ্জ সড়ক প্রায় দুই ঘণ্টা অবরোধ করে।

স্টেডিয়ামের দেয়াল ধসে ৩ জন শ্রমিক নিহত

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সমাবেশে মিলিত হয়। বাসদ সিলেট জেলার সদস্য এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েবের সভাপতিত্বে এবং সুশান্ত সিনহার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মহীতোষ দেব মলয়, রেজাউর রহমান রানা।

এদিন লাক্কাতুরা চা বাগানের শ্রমিকরা বিক্ষোভ মিছিল, কর্মবিরতি এবং সিলেট-এয়ারপোর্ট রাস্তা অবরোধ করেন। বিক্ষোভ মিছিলটি ঘটনাস্থল থেকে শুরু হয়ে পুরো বাগান প্রদক্ষিণ করে লাক্কাতুরার রেস্টক্যাম্প বাজারে এসে রাস্তা অবরোধ করে।

উল্লেখ্য, ৯ জুন দিবাগত রাত সোয়া ২টার দিকে স্টেডিয়ামের পূর্বদিকে দেয়াল ধসে শ্রমিক বস্তি চাপাতলে ৫ম শ্রেণী পড়ুয়া এক ছাত্রসহ মোট ৩ জন চা শ্রমিক নিহত হন, আহত হন একই পরিবারের আরোও কয়েকজন। সম্প্রতি টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্যে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন স্টেডিয়াম নির্মাণের নামে উচ্ছেদ করা হয়েছিল প্রায় ৩০টি শ্রমিক পরিবারকে, ক্ষতিগ্রস্ত হন অনেক পরিবার। সে সময় শ্রমিকরা পুনঃবাসনের দাবি তুললেও তাতে প্রশাসন কর্ণপাত করেনি।

তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় ও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে স্মারকলিপি পেশ ও বাম মোর্চার জনসভা

গত ১২ মে বিকেল ৫টায় রংপুর সদর উপজেলার গঞ্জিপুর হাইস্কুল মাঠে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা রংপুর জেলা শাখা জনসভার আয়োজন করে। বাসদ সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে জনসভায় বক্তৃতা করেন বাম মোর্চার সমন্বয়কারী কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের কমরেড অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, গণসংহতি আন্দোলনের ফিরোজ আহম্মেদ, বাসদের পলাশ কান্তি নাগ, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ছাবেদ আলী, তাজুল ইসলাম। জনসভা থেকে নেতৃবৃন্দ তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়, তিস্তা সেচ প্রকল্পের আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ফসলহানি ও ক্ষতির জন্য ৩০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ, বেকার ক্ষেতমজুরদের জন্য ১২০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্প চালু ও অন্তত আমন মৌসুম পর্যন্ত আর্মিদরে রেশনের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

এ দাবিতে ১৩ মে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা নীলফামারী জেলা শাখার উদ্যোগে ডিমলার কাউসার মোড় সংলগ্ন শহীদ মিনারে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ নীলফামারী জেলা সংগঠক আব্বাস আলীর সভাপতিত্বে জনসভায় বক্তৃতা করেন অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, ফিরোজ আহম্মেদ, বাসদ নেতা আহসানুল আরেফিন তিতু, বাসদ ডিমলা উপজেলা সমন্বয়ক ডা. রবীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ। এছাড়া ১৪ মে দিনাজপুরের পাকেরহাট ও ১৫ মে নীলফামারীর সৈয়দপুরে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

রংপুর : তিস্তা প্রকল্পের আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ, তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও বেকার ক্ষেতমজুরদের জন্য ১২০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্প চালু, বয়স্ক-বিধবা-প্রতিবন্ধীদের মাসিক ৩০০০ টাকা ভাতা প্রদান এবং অন্তত আমন মৌসুম পর্যন্ত আর্মি দরে রেশনের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ২২ এপ্রিল সকাল ১১টায় বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়। পরে কাচারী বাজারে সমাবেশে কৃষক ফ্রন্ট নেতা আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পলাশ কান্তি নাগ, তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্প ফেডারেশনের বিভাগীয় কমিটির সদস্য হুমায়ুন কবীর, ছাত্র ফ্রন্ট নেতা রোকনুজ্জামান রোকন, কৃষক ফ্রন্ট গঞ্জিপুর শাখার সংগঠক বিপুল চন্দ্র সরকার প্রমুখ।

নীলফামারী : ২২ এপ্রিল সকাল ১১টায় বাসদ ও কৃষক ফ্রন্ট নীলফামারী জেলা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এরপর ডিসি অফিস প্রাঙ্গণে সমাবেশে বাসদ নেতা আব্বাস আলীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন গাইবান্ধা জেলা বাসদের সদস্য আমিনুল ইসলাম, ডোমার উপজেলা বাসদ সমন্বয়ক ইয়াসিন আদনান রাজিব, ডিমলা উপজেলা শাখার সংগঠক রফিকুল ইসলাম, আহসানুল আরেফিন তিতু।

এই কর্মসূচির সমর্থনে বাসদ ডোমার উপজেলা শাখার (নীলফামারী) উদ্যোগে ২০ এপ্রিল বিকালে সোনারায় ইউনিয়নে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা কমিটির সমন্বয়ক ইয়াসিন আদনান রাজীবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আমিনুল ইসলাম, আহসানুল আরেফিন তিতু, জাহানুর আলম, সোহানুর রহমান।

দিনাজপুর : প্রধানমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে কৃষক ফ্রন্ট দিনাজপুর জেলা শাখা। ২২ এপ্রিল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে একটি মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ সমন্বয়ক রেজাউল ইসলাম সবুজ, মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

বগুড়া : কৃষক ফ্রন্ট বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিলসহ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। বেলা ১২টায় একটি মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ সমন্বয়ক কৃষ্ণ কমল ও কৃষক ফ্রন্ট নেতা সামছুল আলম দুলু ও আব্দুল হাই।

ঠাকুরগাঁও : কৃষক ফ্রন্ট ঠাকুরগাঁও জেলা শাখার উদ্যোগে ২২ এপ্রিল বেলা সাড়ে ১২টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এর আগে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। স্মারকলিপি পেশের পূর্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ সমন্বয়ক মাহবুবুল আলম রুবেল।

গাইবান্ধা : কৃষক ফ্রন্ট গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ২১ এপ্রিল দুপুর ১২টায় শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে কৃষিমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

জয়পুরহাট : ২১ এপ্রিল বেলা ১২টায় কৃষক ফ্রন্ট জয়পুরহাট জেলা শাখার বিক্ষোভ মিছিল শহর প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে কৃষিমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে। জয়পুরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে সংগঠনের জেলা আহবায়ক শাহজ্জামান তালুকদারের সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা সমন্বয়ক কৃষিবিদ ওবায়দুল-হ মুসা, সিদ্দিকুর রহমান, তাজিউল ইসলাম প্রমুখ।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীনবরণ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে ১২ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে ২০১৩-'১৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়। জবি শাখা ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মাসুদ রানার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মেহরাব আজাদের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক মো. জিয়াউল হক শেখ, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সত্যজিৎ বিশ্বাস। প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন তপু সারোয়ার, মুক্তাদির। নবীনবরণ থেকে আগামী অর্থবছরে হল নির্মাণে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দের দাবি জানানো হয়। নবীনবরণ উপলক্ষে প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯ ও ১০ মে ক্যাম্পাসে দাবা ও ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং বিজ্ঞান প্রজেক্ট, প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে এসব প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। নবীনবরণ অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে নবীনদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত দিনে সংঘটিত ২৭/৪ ধারা বাতিলের আন্দোলন নিয়ে নির্মিত ডকুমেন্টারি 'অগ্নিগর্ভ জগন্নাথ' প্রদর্শিত হয়।

ছাত্র ফ্রন্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে ক্যান্টিনে ভাতের ব্যবস্থা করা, খাবারে দাম কমানো ও মান বাড়ানোর দাবিতে ২১ মে সকালে বিশ্ববিদ্যালয় ভাস্কর্য চত্বরে মানববন্ধন মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্নপত্রের ফাঁসের ঘটনা

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর) আমি কি আমার সততা রক্ষা করার জন্য ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করব?' এই অনিশ্চিত সমাজে ভবিষ্যৎ যখন শুধু ভাল রেজাল্ট আর ভাল উপার্জনের উপরই নির্ভর করে, তখন অনৈতিকভাবেই পাস করাটা জায়েজ হয়ে যাচ্ছে। আসলে এভাবে সমস্ত ধরনের অনৈতিকতাই জায়েজ হয়ে যাচ্ছে। যে জাতি এভাবে সমস্ত ধরনের অনৈতিকতাকে জায়েজ করে দিয়ে চলেছে, তার পক্ষে কি নিজেদের ওপর চেপে বসে থাকা অন্যায় শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব?

প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করার জন্য ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে, হয়ত কিছুদিনের জন্য বন্ধও করা যাবে। কিন্তু শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করার লাগামহীন ঘোড়া যেভাবে ছুটছে তাকে থামানো না গেলে বিচ্ছিন্নভাবে প্রশ্ন ফাঁস রোধ করা যাবে না। আমরা জানি ব্যবসা মানেই মুনাফা। শিক্ষা যখন মুনাফার হাতিয়ারে পরিণত হয়, তখন শিক্ষক থেকে শুরু করে শিক্ষাব্যবস্থার সাথে জড়িত উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সকলের মধ্যেই নীতিহীন মুনাফার মনোবৃত্তি ছড়িয়ে পড়ে। তাই বাণিজ্যিকীকরণের সর্বগ্রাসী নীতি থেকে সরে এসে শিক্ষার সর্বজনীন অধিকারের নীতিতে প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া এই নৈতিক অবক্ষয় থেকে জাতিকে বাঁচানো সম্ভব নয়।

নারীমুক্তির কর্মশালায় কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নির্মাণই নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রাথমিক কাজ

আইনে নারীর অধিকার বিষয়ক দুই দিনব্যাপী কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে আলোচনা করতে গিয়ে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, নারীমুক্তির সামনে দুটো বাধা। একটি হল ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, আর দ্বিতীয়টি হল সামন্তীয় পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই উভয় প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই এগিয়ে নিতে হলে সবার আগে দরকার সমাজের মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করা। সে অর্থে নারীমুক্তি আন্দোলন আসলে এক সর্বব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে গত ২৩ ও ২৪ মে অনুষ্ঠিত হল 'বাংলাদেশের আইনে নারী অধিকার : প্রাসঙ্গিকতা ও বাস্তবতা' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এর দ্বিতীয় দিনে বিশেষ অতিথি হিসাবে আলোচনা করেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী।

২৩ মে প্রথম দিনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার থিয়েটার হলে। ২৪ মে দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় রমেশচন্দ্র মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সীমা দত্ত এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন। এছাড়া কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করেন নারী-মুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এড. সুলতানা আক্তার রুবি, মনজুরা হক, পপি চাকমা-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সিলেটের দুই বোন ধর্ষণকারীদের বিচার দাবি

অশ্লীলতা-মাদক-জুয়া-নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ

সিলেটের বিয়ানীবাজারের চারখাই ইউনিয়নে দুই বোন ধর্ষণকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র। ৩ জুন বিকেল ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নারী-মুক্তি কেন্দ্র-কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সীমা দত্তের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন-এর পরিচালনায় উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সভাপতি এড.সুলতানা আক্তার রুবি, সহ-সাধারণ সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদৌস পপি, সংগঠক নাঈমা খালেদ মনিকা।

গাইবান্ধা : অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা, মাদক, জুয়া, নারী নির্যাতন, নারী ও শিশু পাচার বন্ধের দাবিতে এবং মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান নিয়ে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে ২২ এপ্রিল গাইবান্ধার পৌরসভার প্রফেসর কলোনিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা আবু রায়হান সফিউল্লা, নারীমুক্তি কেন্দ্রের জেলা সভাপতি অধ্যাপক রোকেয়া খাতুন, সাধারণ সম্পাদক নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, প্রভাষক হালিমা খাতুন। নেতৃবৃন্দ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে প্রসূতি মায়েদের সেবা নিশ্চিত এবং গাইবান্ধার স্টেডিয়াম মাঠ সর্বত্র হাউজি-জুয়া-যাত্রার নামে অশ্লীল নৃত্য বন্ধে কার্যকর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

গত ৪ মে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র দারিয়াপুর অঞ্চল শাখার উদ্যোগে বিকাল ৪টায় অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা, মাদক-জুয়া, নারী শিশু নির্যাতন ও পাচার বন্ধের দাবিতে দারিয়াপুর হাটে বিকাল ৪টায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ৪ মে সকাল ১১টায় মাদক-জুয়া, বিভিন্ন অপকর্ম বন্ধের দাবিতে গাইবান্ধার রামচন্দ্রপুর-এর সচেতন এলাকাবাসী'র উদ্যোগে ধোপাডাঙ্গা ঈদগাহ মাঠের মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বালুয়া বাজারে প্রদক্ষিণ শেষে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

শেরপুর : বগুড়ার শেরপুরে মাদকের কবল থেকে ছাত্র-তরুণসমাজকে রক্ষায় এলাকায় মাদক বিক্রি ও জুয়া খেলা বন্ধ এবং অশ্লীলতা-ইভটিজিং বন্ধ, এবং শেরপুরে সুস্থ বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ ও পর্যাপ্ত খেলার মাঠের ব্যাবস্থা করা ও প্রতিটি ওয়ার্ডে পৌরসভার উদ্যোগে পাঠাগার নির্মাণ করার দাবিতে ৬ মে মঙ্গলবার সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও শিশু কিশোর মেলা শেরপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে বিকাল ৫টায় উপজেলা সদরের স্থানীয় বাসস্ট্যান্ড চত্বরে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য দেন শেরপুর উপজেলা বাসদ সমন্বয়ক রঞ্জন কুমার দে, শীতল সাহা, রাসেল আহমেদ, জয়দেব কুমার ও কাওছার আহমেদ।

রংপুর : বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে নগরীর সাতমাথায় ১৯ মে বিকেল ৪টায় মানববন্ধন-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য আলো বেগমের সভাপতিত্বে মানববন্ধন চলাকালে সমাবেশে বক্তৃতা করেন বাসদ জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, পলাশ কান্তি নাগ, নারীমুক্তি কেন্দ্রের জেলা সাধারণ সম্পাদক নাজমুন নাহার। সংহতি জানিয়ে বক্তৃতা করেন শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক আব্দুস সোবহান, মুক্তিযোদ্ধা মীর কাঞ্চন আলী, সাতমাথা উন্নয়ন ফোরামের উপদেষ্টা আব্দুল কুদ্দুস মিয়া।

লুটেরাগোষ্ঠীর উচ্চাভিলাষ পূরণের বাজেট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) গণবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের শক্তি গড়ে তুলতে সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে ২০১৪-'১৫ অর্থবছরের বাজেটের প্রতিক্রিয়ায় ৬ জুন বিকাল সাড়ে ৪টায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিল পরবর্তী সমাবেশে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, বাজেট সম্পর্কে দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন ও স্টক মার্কেটগুলোর নেতৃবৃন্দের উচ্ছসিত প্রসংশা সাধারণ মানুষকে শঙ্কিত করে তোলে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ নিজেদের উপর মূল্যবৃদ্ধি, ট্যাক্স-কর-ভ্যাটের খড়গ ঝুলতে দেখে। তিনি বলেন, বিভিন্ন মহলের অব্যাহত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে কালোটাকা সাদা করার বিধান অত্যন্ত চতুরতার সাথে বহাল রাখা হয়েছে। অথচ এই কালোটাকার মালিকদের দাপটে দেশের অর্থনীতি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত নৈরাজ্য বিরাজ করছে। এমনকি খোদ আইনের রক্ষকদের বিরুদ্ধে বেআইনি খুন-খারাবিসহ গুম-খুন-অপহরণ-ডাকাতি-ছিনতাইয়ে লিপ্ত থাকার স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে। এসব বাহিনী আসলে জনগণের ওপর নিপীড়ন চালানোর প্রশিক্ষিত ও সংগঠিত মাস্তান বাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ এসব বাহিনীর জন্যেই দিনের পর দিন বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তিনি এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর সভাপতিত্বে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেডস শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, মানস নন্দী ও জহিরুল ইসলাম। সমাবেশের পর বিক্ষোভ মিছিল গুলিস্তান, হাইকোর্ট, বায়তুল মোকাররমসহ বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে পল্টন মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, জনগণের ম্যান্ডেটবিহীন সংসদে উপস্থাপিত বাজেটে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমানোর কোনো প্রচেষ্টা নেই। নতুন শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের কোনো পরিকল্পনা নেই। দেশের বেশিরভাগ মানুষ কৃষক ও কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের কোনো পরিকল্পনা নেই। দেশের জন্য সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয়কারী গার্মেন্ট শ্রমিকসহ দেশের শ্রমজীবী জনগণের জন্য বাজেটে কোনো বরাদ্দ নেই। সর্বোপরি শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মতো খাতগুলোতে বরাদ্দ বাড়েনি। ২ লাখ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকার বাজেটে যে ৮৬ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তা অপ্রতুল।

খুন-গুম-অপহরণ-ক্রসফায়ারের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে

(শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন) এরা সারাদেশে বেপরোয়া লুটপাট-চাঁদাবাজি-দখলদারিত্ব ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। বিশেষত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেভাবে গুম-অপহরণ ও ক্রসফায়ারের নামে বিনা বিচারে হত্যা চালাচ্ছে তা আইনের আশ্রয় পাওয়ার ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারকে বিপন্ন করছে।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, অতীতে খুন-সন্ত্রাস করেও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পার পেয়ে যাওয়ার ফলে অপরাধী-গডফাদাররা আজ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে ৭ খুনের মত বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড ঘটানোর সাহস পেয়েছে। শুধু নারায়ণগঞ্জ নয়, সারাদেশে আজ লাশের মিছিল। গুম-অপহরণ-নিখোঁজের ঘটনা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড দিনদিন বাড়ছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, জবরদস্তি ও কূটকৌশলের মাধ্যমে পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়ে মহাজোট সরকার ও সরকারদলীয়রা আজ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, তারা আইন ও জনমতের তোয়াক্কা করছে না।

এর আগে ২ মে বিকাল ৫টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সাইফুল হক, মোশাররফ হোসেন নান্নু, মোশরেফা মিশু, আবু বকর রিপন, কামরুল আলম সবুজ প্রমুখ। সমাবেশ থেকে নারায়ণগঞ্জে আইনজীবীদের ডাকা ৪ মে রবিবার হরতালের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করা হয়।

রংপুর : বাসদ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে গত ১৫ মে বিকেল ৪টায় রংপুর প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা বাসদ সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তৃতা করেন পলাশ কান্তি নাগ, আহসানুল আরেফিন তিতু প্রমুখ।

শিক্ষাখাতে ২৫% বরাদ্দের দাবি

(শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন) ভাগ বরাদ্দ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন, পরিবহন, চিকিৎসা, ডাইনিং, গবেষণাসহ নানাবিধ সংকট নিরসনে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণ, অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়, পরিবহন সংকট নিরসনে নতুন বাস ক্রয়, আবাসন সংকট নিরসনে হল চালুর দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে হেয়াৎ মামুদ ভবনের সামনে সমাবেশ করে।

খাগড়াছড়ি : খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজে শিক্ষা সংকট নিরসনে শিক্ষক নিয়োগ, নতুন বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাষ্টার্স কোর্স চালুসহ হোস্টেল নির্মাণে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে ১৭ মে মিছিল করে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। মিছিলটি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে শুরু করে চেঙ্গী স্কয়ার অতিক্রম করলে পুলিশি বাধায় মহাজন পাড়াস্থ এম এন লারমার ভাস্কর্যের সামনে পথ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি এন.ডি.সি.-র নিকট স্মারকলিপি হস্তান্তর করা হয়। সমাবেশে কবির হোসেনের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন নাজির হোসেন, অরিন্দম কৃষ্ণ দে, স্বাগতম চাকমা।

কারমাইকেল কলেজ : ছাত্র ফ্রন্ট কারমাইকেল কলেজ শাখার উদ্যোগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দের দাবিতে ১৭ মে বেলা ১১টায় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমাবেশ করে।

চট্টগ্রাম নগর : সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম নগর শাখার উদ্যোগে সকাল ১১টায় নগরীর প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন ও পরে মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সিলেট : সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার উদ্যোগে মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে কোর্ট পয়েন্টে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।

সাভার-রানাপ্লাজা পদযাত্রা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, নিহত-আহত শ্রমিক পরিবারকে ৪৮ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ, আহতদের উপযুক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসনসহ শ্রমিকদের জীবন ও কাজের নিরাপত্তা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের দাবিতে গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে রানা প্লাজা পর্যন্ত পদযাত্রা করেছে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন। সকালে গাজীপুর চৌরাস্তায় মিছিল ও সমাবেশের মাধ্যমে পদযাত্রা শুরু হয়ে কোনাবাড়ী, কাশিমপুর, জামগড়া, বাইপাইল, নবীনগর (জাতীয় স্মৃতিসৌধ) এলাকায় মিছিল ও সমাবেশ করে পদযাত্রা বিকাল পৌনে ৫টায় রানা প্লাজার সামনে পৌঁছায়। এখানে শহীদবেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও শ্রমিক সমাবেশের মাধ্যমে পদযাত্রা সমাপ্ত হয়। সমাবেশগুলোতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল রায়, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন, শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের গাজীপুর জেলা শাখার সভাপতি মসিউর রহমান খোকন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম, দেলোয়ার হোসেন, শাহ জালাল, চন্দন কুমার মোদক, মোশাররফ হোসেন, কল্যাণ দত্ত, ফরিদা ইয়াসমিন নাইস, মনিরুল ইসলাম, আবু নাঈম, নাঈমা খালেদ মনিকা প্রমুখ। সকালে পদযাত্রা শুরুর সময় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন শ্রমিক বিক্ষোভের আশঙ্কার কথা বলে পদযাত্রায় বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। জামগড়া ফ্যান্টাসি কিংডমের সামনে আবার পুলিশের পক্ষ থেকে সমাবেশ না করার জন্য বাধা দেওয়া হয়। পুলিশি বাধা উপেক্ষা করেই সেখানে সমাবেশ হয়।

সিলেট : বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন সিলেট জেলার উদ্যোগে ২৪ এপ্রিল বিকাল ৪টায় বিক্ষোভ মিছিল সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে সিটি পয়েন্টে গিয়ে সমাবেশ করে।

'চা-শ্রমিক দিবস' উদ্‌যাপন

(শেষ পৃষ্ঠার পর) শ্রমজীবী গরিব মানুষকে পৈশাচিকভাবে হত্যার একটি ঘৃণ্যতম ঘটনা। ফলে ২০ মে চা শ্রমিকদের সংগ্রামী চেতনা ও সার্বিক মুক্তি আন্দোলনের স্মারক 'চা শ্রমিক দিবস' হিসাবে দিবসটি পালিত হয়। দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরি, সপ্তাহে ৫ কেজি রেশন, বসতভিটার মালিকানা, প্রত্যেক বাগানে মেডিক্যাল সেন্টার স্থাপন ও স্থায়ী এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ, প্রত্যেক চা বাগানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন সহ ৮-দফা দাবিতে সিলেট-হবিগঞ্জ-মৌলভীবাজারের বাগানে বাগানে ঐতিহাসিক চা-শ্রমিক দিবস পালন করেছে বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশন। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ২০ মে সকাল ৮ টায় মালনীছড়া, লাক্কাতুরা, তারাপুর, বুরজান, ছড়াগাংসহ সিলেটের বিভিন্ন চ-বাগানে অস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণ করে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কালো ব্যাজ ধারণ ও আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। এরপর বিকাল ৪টায় বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে মালনীছড়া চা বাগানে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক হৃদেশ মুদি এবং পরিচালনা করেন সিলেট জেলার আহবায়ক বীরেন সিং। বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জহিরুল ইসলাম, বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি সিলেট জেলার আহ্বায়ক উজ্জ্বল রায়, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক রাম যতন কৈরী, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন সিলেট জেলার সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত সিনহা, মাসিক চা মজদুর পত্রিকার সম্পাদক সীতারাম বীণ, সন্তোষ নায়েক, লাংকাট লোহার, রানা বউরী প্রমুখ। ২০ মে সকাল ৬টায় বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন রশিদপুর শাখার উদ্যোগে স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের প্রাঙ্গণে অস্থায়ী স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বিকাল ৬টায় চা শ্রমিক ফেডারেশন সংগঠক, সুধরাম সাওতালের সভাপতিত্বে এবং শ্রীপুজন রবিদাসের পরিচালনায় স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় আলোচনা করেন চা শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সংগঠক বাসদ নেতা শফিকুল ইসলাম, চা শ্রমিক ফেডারেশনের সংগঠক চা শ্রমিক নেতা ময়না দাস, সুভাষ রবিদাস, শ্যামসুন্দর রবিদাস, মহাদেব হাজরী, পান্ড রবিদাস, সরণ রবিদাস, আরতি সাওতাল, দাশিয়া রবিদাস,বিশ্বনাথ রবিদাস, দেবীলাল রবিদাস।

চা-বাগানে সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণের দাবি

প্রত্যেক চা বাগানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং তিন বাগানকে কেন্দ্র করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বাগান কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে শিক্ষাবৃত্তি চালু ও সকল প্রকার শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে সরবরাহ এবং চা বাগানের ছাত্রদের জন্যে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে 'বিশেষ কোটা' চালুসহ ৫ দফা দাবিতে 'চা-বাগান শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদের' উদ্যোগে ২৭ এপ্রিল বিকাল ৪টায় সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন মালনীছড়া চা বাগানের ছাত্র অধীর বাউরি এবং পরিচালনা করেন রানা বাউরি। সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন চা শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক হৃদেশ মুদি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার সভাপতি রেজাউর রহমান রানা, খাদিম চা বাগানের শিক্ষক বিকাশ রঞ্জন দাস, মালনীছড়া চা বাগানের ছাত্র শান্ত বাউরি, রানা বাউরি, লাক্কাতুরা চা বাগানের সম্পা রানী চাষা, বুরজান চা বাগানের তাপস নায়েক, মৃত্তিঙ্গা চা বাগানের রতন পাল, তারাপুর চা বাগানরে সঞ্জীব রায় প্রমুখ।

লাক্কাতুরায় মেডিকেল ক্যাম্প

প্রগতিশীল চিকিৎসক ফোরাম সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন লাক্কাতুরা বাগান শাখার সহযোগিতায় গত ২৬ এপ্রিল লাক্কাতুরা বাগানে মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। মেডিকেল ক্যাম্পে রোগী দেখেন বিএমএ-এর সাবেক সম্পাদক ডা. ময়নুল ইসলাম এবং প্রগতিশীল চিকিৎসক ফোরামের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ডা. মুজিবুল হক আরজু। মেডিকেল ক্যাম্পে আরো উপস্থিত ছিলেন ডা. ফাতেমা ইয়াসমিন ইমা, ডা. রেজাইল করিম রাজীব, ডা. নমিতা দাশ, ডা. চৈতী, ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্য, ডা. শান্তনু প্রমুখ। মেডিকেল ক্যাম্পে রোগী দেখার পাশাপাশি রোগীদের মাঝে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

মালনীছড়া চা বাগানে মানববন্ধন

ডিজিটাল ওজন যন্ত্র চালু, সমকাজে সম-মজুরি ও নিরিখের অতিরিক্ত পাতার দ্বিগুণ মজুরি নির্ধারণের দাবিতে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন মালনীছড়া চা বাগান শাখার উদ্যোগে ২২ এপ্রিল সকাল ৭টায় মালনীছড়া চা বাগান অফিসের সম্মুখে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন চলাকালে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন চা শ্রমিক ফেডারেশন মালনীছড়া চা বাগান শাখার আহ্বায়ক সন্তোষ নায়েক এবং পরিচালনা করেন বচন কালোয়ার। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন চা শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক হৃদেশ মুদি, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন সিলেট জেলার সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত সিনহা সুমন, বীরেন সিং, সন্তোষ বাড়াইক, আশা সবর, সাধনা কালোয়ার, অজিত দাস, অবলা বাউরি প্রমুখ।

সমাবেশ-গণসংযোগ-সংবাদ সম্মেলন

চমেক'কে বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রক্রিয়া বাতিলের দাবি

নগরীতে নতুন ও আলাদা স্থাপনায় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে ১৩ মে সংবাদ সম্মেলন করেছে জনস্বাস্থ্য অধিকার রক্ষা কমিটি। পাশাপাশি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত না করারও দাবি জানান তারা। ১৩ মে বেলা ১২ টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এ দাবি জানান। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কমিটির সদস্য সচিব ডা. সুশান্ত বড়ুয়া, উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য অধিকার রক্ষা কমিটির আহবায়ক ডা. মাহফুজুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার সুভাষ বড়ুয়া, সিটি কর্পোরেশনের মহিলা কাউন্সিলর জান্নাতুল ফেরদৌস পপি, রাজা মিয়া ও হাসান মারুফ রুমী এবং এড. বিশুময় দেব প্রমুখ।

উল্লেখ্য, স্বাস্থ্যমন্ত্রী চট্টগ্রামের এক জনসভায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তরের ঘোষণা করার পর ১৫ এপ্রিল সরকার এক প্রজ্ঞাপন জারি করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের খসড়া প্রণয়নের জন্য ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে যেখানে চট্টগ্রামের কোনো নাগরিককে রাখা হয়নি।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, ২০১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ৬ জন শিক্ষকের পাঠানো প্রকল প্রস্তাবের প্রেক্ষিতেই সরকার কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। প্রস্তাবনায় কলেজ ও হাসপাতালের আয়-ব্যয়ের ব্যবধান ঘোচাতে কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করে রোগীদের সেবা মূল্য ও চার্জ বৃদ্ধি করতে বলা হয়েছে। চার্জ বৃদ্ধির ফলে গরিব রোগীরা যেমন চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হবেন একইসঙ্গে শিক্ষার্থীদেরও বিভিন্ন ধরনের ফি বেড়ে যাবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, অনেকে বলার চেষ্টা করছেন যে সরকারের প্রজ্ঞাপনে কেবল মেডিকেল কলেজের কথা উল্লেখ রয়েছে যার কারণে হাসপাতাল এর আওতায় পড়বে না। তাদের বুঝতে হবে, হাসপাতালটি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের নিজস্ব হাসপাতাল। ফলে কলেজ যেখানে যাবে হাসপাতাল স্বাভাবিকভাবেই সেখানে যাবে। তাই প্রজ্ঞাপনে আলাকা করে হাসপাতালের কথা উল্লেখ করা হয়নি। সংবাদ সম্মেলনে সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা না করে সস্তা জনপ্রিয়তা কামাতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন বক্তারা।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রতিবাদে জনস্বাস্থ্য অধিকার রক্ষা কমিটির উদ্যোগে ১৯ এপ্রিল বিকেল সাড়ে ৪টায় আন্দরকিল্লা মোড়ে সমাবেশ ও গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ২২ এপ্রিল ৫টায় পরিকল্পিত চট্টগ্রাম ফোরাম-এর সাথে জনস্বাস্থ্য অধিকার রক্ষা কমিটির এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ এপ্রিল বিকেল ৫টায় নগরীর শুভপুর বাসস্ট্যান্ড মোড়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্নপত্রের ফাঁসের ঘটনা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) অনেক পুরনো। দীর্ঘদিনের প্রশ্রয় এবং এই প্রক্রিয়া চলতে চলতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা মহামারী রূপ নিয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বর্তমান সরকারের দলীয়করণ-দুর্নীতি।

সম্প্রতি প্রশ্নপত্র ফাঁসে স্কুল-কলেজের পরীক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনী পরীক্ষা এমনকি বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকার বাণিজ্যের খবর পত্রিকায় এসেছে। অতীতেও যখন এই ঘটনা ঘটেছে তখন সরকারের পক্ষ থেকে তা স্বীকার করা হত না। ফলে প্রশ্নপত্র যে একটি গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ এটা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, জড়িতদের শাস্তিও হয়নি। এবারও একের পর সকল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেও সরকার প্রথমে এটাকে গুজব বলে চালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে খবরটি আসা শুরু করলে শিক্ষামন্ত্রী বলা শুরু করলেন, 'এটা তাকে সরানোর ষড়যন্ত্র।' কোচিং ব্যবসায়ীরা নাকি তার বিরুদ্ধে লেগেছে। ফেসবুকে একটি বিশেষ পেজ-এর মাধ্যমে এসব প্রশ্নপত্র কেনা-বেচা খবর ছাত্র-অভিভাবকদের মুখে মুখে। প্রশাসন চাইলেই এসব সাইবার অপরাধীদের ধরতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে সবাই নীরব। এজন্য অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, আসলে কি প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে নাকি প্রশ্ন ফাঁস হতে দেয়া হচ্ছে?

প্রশ্ন ফাঁসের ফলে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে ছোট ছোট কোমলমতি ছেলে-মেয়েদের। অনেকের বাবা-মা কিংবা শিক্ষক পরীক্ষার আগের রাতে প্রশ্নগুলো তাদের হাতে তুলে দিয়ে সেটা পড়াচ্ছেন। পরদিন পরীক্ষায় গিয়ে তারা দেখছে হুবহু সব প্রশ্ন মিলে গেছে। শিশুরা যখন দেখছে যে একটা অপরাধ বা অন্যায়ের সাথে তাদের বাবা-মা-শিক্ষক যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের মধ্যেও একটা নীরব অবক্ষয়ের বিষ ছড়িয়ে পড়ছে। এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কি হতে পারে? একজন অভিভাবক বলেছেন. 'আমি যদি আমার সন্তানের জন্য প্রশ্ন যোগাড় না করি, তাহলে তার রেজাল্ট খারাপ হবে। কিন্তু বাকিরা প্রশ্ন পেয়ে রেজাল্ট ভালো করবে। *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

জনগণের নিরাপত্তা দেবে কে?

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) যদি লাশগুলো নদীতে ভেসে না উঠতো। শীতলক্ষ্যায় একের পর এক পেটচেরা লাশ ভেসে ওঠার দৃশ্য জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, নারায়ণগঞ্জবাসী রাস্তায় নেমে আসে, সারাদেশে বিক্ষোভ দেখা দেয়। গণবিক্ষোভ আঁচ করতে পেরে সরকার মুখ রক্ষার জন্য অভিযুক্ত র‍্যাব কর্মকর্তাদের অবসর প্রদান, পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বদলির মত কিছু পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। প্রধানমন্ত্রী 'যে কোনো মূল্যে' অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেন। অথচ অপহরণের পরপরই প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ পুলিশ-প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে জানানো হলেও অপহৃতদের উদ্ধারের কোনো পদক্ষেপ তারা নেননি। এমনকি অভিযুক্ত নূর হোসেন প্রকাশ্যে থাকলেও তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। অপহরণের পর আওয়ামী লীগ দলীয় সাংসদ শামীম ওসমান নূর হোসেনের সাথে বৈঠক করেন এবং ঘোষণা দেন সে এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে না। ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়া এবং নূর হোসেন পালিয়ে যাওয়ার পর এখন তিনি দাবি করছেন, সে যে এত বড় অপরাধী তা তিনি আগে বুঝতে পারেননি!

এদিকে, বিভিন্ন মহলের দাবি এবং আদালতের নির্দেশের ফলে সরকার অনিচ্ছাসত্ত্বেও অভিযুক্ত র‍্যাব কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তারের উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়েছে এবং এই ঘটনার বিচার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী 'কঠোর অবস্থান' নিয়েছেন বলে প্রচার করা হচ্ছে। অথচ, বছরের পর বছর ধরে মহাজোট সরকার এবং তার আগের বিএনপি সরকার র‍্যাবকে অঘোষিত দায়মুক্তি দিয়ে আসছে। সন্ত্রাসী দমনের নামে র‍্যাব-পুলিশকে বিনা বিচারে হত্যার লাইসেন্স দেয়া হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের মন্ত্রীরা র‍্যাবের কর্মকাণ্ডের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। নারায়ণগঞ্জের সরকারদলীয় গডফাদার ও সন্ত্রাসীরা যে আজ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে তার জন্যও দায়ী দীর্ঘদিন ধরে সরকারের উচ্চমহলের আশ্রয়-প্রশ্রয়। নারায়ণগঞ্জবাসীর দীর্ঘ আন্দোলন ও সারাদেশের মানুষের দাবি সত্ত্বেও নিরপরাধ কিশোর তুকী হত্যার বিচার এখনো হয়নি, বরং অভিযুক্ত গডফাদার স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদ সদস্য পর্যন্ত হয়েছেন।

শুধু নারায়ণগঞ্জ নয়, সারাদেশে আজ বেপরোয়া লুটপাট-চাঁদাবাজি-দখলদারিত্ব ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। জবরদস্তি ও কূটকৌশলের মাধ্যমে পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়ে মহাজোট সরকার ও সরকারদলীয়রা আজ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, তারা আইন ও জনমতের তোয়াক্কা করছে না। সরকারি দল-প্রশাসন-র‍্যাব-পুলিশ ও গডফাদারদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক অশুভ চক্র যা দেশে জননিরাপত্তা ও আইনের শাসনের প্রধান অন্তরায়। এই হত্যাকাণ্ডের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের। অভিযুক্ত খুনী সরকারী দলের নেতা ও শামীম ওসমানের সহযোগী হিসেবে পরিচিত এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয় ব্যবহার করে হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দেয়া র‍্যাব অধিনায়ক সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রীর নিকটাত্মীয়। এই অবস্থায়, সরকারি দলের আশ্রয়পুষ্ট গডফাদার ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে গুম-অপহরণ-বিনা বিচারে হত্যার বিরুদ্ধে জনসাধারণকেই সংগঠিত হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং গণআন্দোলনের চাপে রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও দলীয় গডফাদারদের অপরাধের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে। পাশাপাশি খুনী-সন্ত্রাসী-গডফাদারদের লালনপালন ও রক্ষা করে যে রাজনীতি তার ভয়ংকর চেহারা উপলব্ধি করে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় বাহিনী র‍্যাব কর্তৃক ক্রসফায়ারের নামে বিনাবিচারে হত্যার অভিযোগ এর প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই উঠেছে। পরবর্তীতে এর সাথে যুক্ত হয়েছে অপহরণ-গুম। সন্ত্রাস দমনের অজুহাতে র‍্যাবকে এসব বেআইনি কর্মকাণ্ড করার লাইসেন্স দিয়ে তাকে খুনি বাহিনীতে পরিণত করা হয়েছে। এসবের পরিণতিতে ও আইনের ঊর্ধ্বে থাকার সুযোগ নিয়ে র‍্যাবের অনেক সদস্যই অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে। অনেকে একে রসিকতা করে সরকারি ডাক্তারদের 'প্রাইভেট প্র্যাকটিস'-এর সাথে তুলনা করেছেন। নিরপরাধ মানুষ কীভাবে এর শিকার হয় তার জলজ্যান্ত উদাহরণ ঝালকাঠির কিশোর লিমনকে গুলি করে পঙ্গু করার পর আবার মামলা দিয়ে তাকে হয়রানি করার ঘটনা। কিছুদিন ধরে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের গুম-হত্যার কাজেও র‍্যাবকে ব্যবহার করা হচ্ছে। অবসরে পাঠানো র‍্যাব-১১ অধিনায়কের নেতৃত্বেই ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের আগে লক্ষ্মীপুরে মিছিলে গুলি চালিয়ে বিএনপি কর্মী হত্যার ঘটনা ঘটেছে। বিক্ষুব্ধ জনতা র‍্যাব দলটিকে ঘেরাও করে ফেললে হেলিকপ্টার পাঠিয়ে তাদের উদ্ধার করা হয়। গত উপজেলা নির্বাচনের আগে গাজীপুরের শ্রীপুরে একজন বিদ্রোহী আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে অপহরণ করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য চাপ প্রয়োগের অভিযোগও উঠেছিল তার বিরুদ্ধে। এর কোনো বিচার-শাস্তি হয়নি। সরকার নিজেই যখন র‍্যাবকে দিয়ে গুম-ক্রসফায়ার করাচ্ছে তখন তারাও সুযোগ মতো ব্যক্তিস্বার্থে তাদের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। গত ফেব্রুয়ারি মাসে র‍্যাবের এক মেজরের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের স্বর্ণ ব্যবসায়ী মৃদুল চৌধুরিকে অপহরণ করে টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। ২০১১ সালে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় এক পীরের দরবারে অভিযান চালানোর নামে ২ কোটি টাকা ডাকাতির অভিযোগে মামলা হয়েছিল র‍্যাব-৭ এর অধিনায়কের নামে। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

বিশ্বজুড়ে বুর্জোয়ারা গণতন্ত্রের বুলি জপতে জপতেই আজ আইনের শাসন, মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদদলিত করে ফ্যাসিবাদী শাসন পরিচালিত হচ্ছে। বিনা বিচারে আটক, সন্দেহবশত হত্যা বাড়ছে, সর্বজনস্বীকৃত নাগরিক অধিকার কেড়ে নেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। বিএনপি আমলে র‍্যাব গঠন করা হয়েছিল অপারেশন ক্লিনহার্ট নামক 'সন্ত্রাসবিরোধী' সেনা অভিযানে বিচারবহির্ভূত হত্যার ধারাবাহিকতায়। শুরুতে র‍্যাব শীর্ষসন্ত্রাসী ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে 'ক্রসফায়ার' চালায়। পরবর্তীতে জঙ্গীবাদীদের বিরুদ্ধে ক্রসফায়ার না করলেও তাদের অনেককে গ্রেপ্তার করে। এসবের মাধ্যমে জনমতকে বিভ্রান্ত করে বেআইনি কর্মকাণ্ড চালানোর ক্ষেত্র তৈরি করে। কিন্তু যতই অভিযান চালানো হোক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ কিন্তু নির্মূল হয়নি। কারণ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস দিয়ে গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত সন্ত্রাস বন্ধ করা যায় না, এর জন্য চাই আর্থসামাজিক পরিবর্তন। উপরন্তু, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের এই ব্যবস্থা আজ রাষ্ট্রের হাতে দমন-পীড়নের অসীম ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। আগামীতে যে-কোনো গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে এই অস্ত্র ব্যবহার হতে পারে। যেমন, সন্ত্রাস দমনের নামে কাজ শুরু করলেও পরবর্তীতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিক্ষোভের সময় শ্রমিকনেতাদের গ্রেপ্তার ও ভয় দেখানোর কাজে র‍্যাবকে ব্যবহার করা হয়েছে। যত অন্যায়ই করুক, র‍্যাবের মতো বিশেষ বাহিনী শাসকশ্রেণীর দরকার জনগণ ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি ও দমন-পীড়ন চালানোর জন্য। অবাধ শোষণ ও লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে এদেশে যে ধনকুবের গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে তারা এবং তাদের স্বার্থরক্ষাকারী শাসকগোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজনে এরকম একটি বাহিনী হাতে রাখতে চায় যাদের দিয়ে আইনী পোশাকে যেকোনো কিছু করানো যায়। র‍্যাব শুরু থেকেই আইন-বিচার ও মানবাধিকারের তোয়াক্কা করেনি, সেনা কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে এ বাহিনী পরিচালনা করা হয়েছে সামরিক কায়দায় মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগের নীতিতে। ফলে আইনের শাসন ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে হলে এ বাহিনী বিলুপ্ত করা দরকার। সরকার আন্তরিক হলে ও পক্ষপাতহীনভাবে আইনের প্রয়োগ করলে প্রচলিত সিভিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়েই সন্ত্রাসী-গডফাদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব।

দেশে ছিনতাই, চাঁদাবাজী, নারী নির্যাতনের ঘটনা বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে খুন, গুম আর অপহরণ। পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য মতে, গত ৪ বছরে (২০১০-'১৪) প্রায় ২৬৫ জন মানুষ অপহরণের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ১৮৫ জন নিখোঁজ হয়েছে। অপরাধীরা বুক চিতিয়ে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছে আর বিচার-প্রার্থী সাধারণ মানুষ ভয়-ভীতি-হুমকির মুখে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে দিশাহারা, নয়ত মুখ বুজে ভয়াল দানবের পদতলে গুটি মেরে নীরব আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে। গত ৪৩ বছরে এ ধরনের সন্ত্রাসের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে আজ যে ব্যাপক রূপ নিয়েছে আর আমরাও সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা করে দেয়া জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি – এর কারণ কি? এর উৎস কোথায় তার সন্ধান আজ জরুরি হয়ে পড়েছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার সূচনালগ্নে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। অর্থনীতিতে যেমন বেপরোয়া দুর্নীতি-লুটপাট তৈরী হয়েছে তেমনি রাষ্ট্রশাসনে জবরদস্তি, দমনপীড়ন আর কালাকানুনের মাধ্যমে সামরিক-বেসামরিক স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এ পথে বুর্জোয়া রাজনীতিতে নীতি আদর্শের স্থান দখল করে নিয়েছে টাকা আর পেশী শক্তি। সমাজের স্তরে স্তরে কায়েমী স্বার্থের শক্তিকে মদদ দিয়ে পরিপুষ্ট করা হয়েছে। দেশের বিপুল বেকার যুবশক্তির একাংশকে অধঃপতিত করে সন্ত্রাসী বহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। আবার এরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে 'ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের দানব' হয়ে উঠলে সন্ত্রাস দমনের নামে 'ক্রসফায়ার', 'এনকাউন্টার', 'বন্ধুকযুদ্ধ'-র নামে বিচারবহির্ভূত হত্যা চালানো হচ্ছে। দায়মুক্তি পাওয়া এ হত্যাযজ্ঞে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষও বাদ যাচ্ছে না। এভাবে নীতি-আদর্শহীন বুর্জোয়া রাজনীতির ভয়াল থাবা বিস্তৃত হয়ে জনগণের নিরাপত্তা কেড়ে নিয়েছে। একের পর এক লোমহর্ষক গুম-খুন-অপহরণের ঘটনায় তাদের হিংস্র নখ-দন্ত বেরিয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এরই স্বাক্ষ্য দিচ্ছে।

গণতন্ত্রের অন্যতম একটা দিক প্রশাসনের নিরপেক্ষতা। কিন্তু তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা'-র আজ এ হাল দাঁড়িয়েছে যে জনমতকে শাসকরা কোন মূল্যই দেন না। পুলিশ প্রশাসন, আমলাবাহিনী দিয়ে শাসন চালান। পুলিশ-র‍্যাবও তাই এসব অপকর্মের সহযোগী। বিরোধী পক্ষের নেতা-কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে, সার্চ করার নামে তাদের ঘরবাড়ি তছনছ করে, মহিলাদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করে এবং অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দলের অনুগত গুন্ডাবাহিনীর যাবতীয় অপকর্মের বিষয়ে চোখ বুজে থেকে পুলিশ ক্ষমতাসীনদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। দুর্নীতির মধুচক্রে ভাগ বসানোর জন্য সরকারি রাজনৈতিক দল, সমাজের টাকাওয়ালা প্রভাবশালী ব্যক্তি ও পুলিশ বিভাগের দুর্নীতিগ্রস্ত লোকজন মিলে পরস্পরের স্বার্থরক্ষার মধ্য দিয়ে যে অশুভ আঁতাত গড়ে তুলেছে তা থেকেই মূলত এ সন্ত্রাসের জন্ম নিচ্ছে। শর্ষের মধ্যে ভূত থাকলে আলাদা করে কি ভূত তাড়ানো যাবে? আইনের রক্ষকই হয়ে উঠেছে আজ আইন ভঙ্গকারী, সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদের রক্ষক অগণতান্ত্রিক শাসন-রূপ ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার।

যেভাবে দেশ চলছে তাতে একদিকে সন্ত্রাসের উদ্ধত সঙ্গীণ উঁচিয়ে মানুষকে ত্রাস আর অজানা শঙ্কার মধ্যে ফেলে ভীতি প্রর্দশন করা হবে, অন্যদিকে জনগণের উপর শোষণ আরো তীব্রতর, মজবুত ও পাকাপোক্ত করা হবে। আর একই সাথে শাসক দলের পক্ষ থেকে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের ঢাকের বাদ্য বাজানো হবে। চোখের সামনে এসব ঘটতে দেখেও দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় তথা বুদ্ধিজীবী মহলের একটা অংশ স্বার্থ-সুবিধার পঙ্কে নিমজ্জিত করে নিজেদের অধঃপতিত করেছেন। তারা শাসক দলের মিথ্যা প্রচারণার সরব অংশীদার। জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা তিলমাত্র অনুভব করেন না। অপর ক্ষুদ্র অংশের মানববন্ধন মার্কা প্রতিবাদে এ প্রতাপশালী অন্যায়কারী চক্রের কেশাগ্রও স্পর্শ করা যাচ্ছে না। খ্যাতনামা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র বহু বছর আগে এদের সর্ম্পকে বলেছিলেন, ''দেশের বড় মঙ্গল – তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য জয়ধ্বনি কর। এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করার আছে, কাহার মঙ্গল? হাশিম শেখ আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহর রৌদ্রে খালি মাথায় এক হাটু কাদার উপর দিয়ে দুইটা অস্থিচর্ম বিশিষ্ট বলদে হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে। উহাদের কি মঙ্গল হইতেছে? উপবাস, সপরিবারে উপবাস। বল দেখি, চশমা নাকে বাবু, ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া করিয়া ইহাদের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আমি বলি অনুমাত্র না, কণামাত্র না।''

গণআন্দোলন গড়ে তোলার পথেই দেশে বিরাজিত সন্ত্রাস অরাজকতা ও জনগণের জীবন-জীবিকা ধ্বংসকারী শাসকগোষ্ঠীর এসব কর্মকাণ্ড মোকাবেলা করা সম্ভব। জনগণের প্রবল আকুতি থাকা সত্ত্বেও আকাঙ্ক্ষিত সেই গণআন্দোলনের ধারা গড়ে উঠছে না। বামপন্থী শক্তির কিছু বিক্ষিপ্ত বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে ব্যাপক জনগণকে যুক্ত করা যাবে না একথা প্রমাণিত। আর তাতে এ দুঃশাসনের গায়ে সামান্য আচঁড় বসানোও সম্ভব নয়। কীসের অভাব? এদেশে নিষ্ঠাবান ত্যাগী নেতা-কর্মীর অভাব তো কখনও হয়নি। সমাজদেহে প্রবাহিত প্রবল ব্যক্তিস্বার্থ-ভোগবাদী সংস্কৃতির চোরাস্রোত মোকবেলা করে হাজার হাজার কর্মীরা এখনো রাজপথে সক্রিয়। অথচ গণআন্দোলন গড়ে উঠছে কই? বামপন্থীদের একটা অংশ দোদুল্যমানতায় আচ্ছন্ন, নয়তো বিভ্রান্তির জটাজালে বন্দি। সমস্ত সংকটের উৎস যে এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা – এ কথা অনেকে স্পষ্টভাবে আজও বুঝতে পারছেন না। গত ৪৩ বছর ধরে পুঁজিবাদ ক্রমাগত সংহত হয়েছে, আপেক্ষিক অর্থে শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলেছে, মুষ্টিমেয় ধনকুবের গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে। তারাই আজ প্রবল প্রতাপে শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করছে। একদিকে তারা ভয়-ভীতি-ত্রাসের রাজত্ব কায়ম করেছে, অন্যদিকে গণতন্ত্রের খোলস পড়ে ফ্যাসীবাদ আনছে। মিডিয়া কখনো 'শক অবজারভার'-এর মতো ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করে, কিন্তু চূড়ান্তভাবে 'ওপেনিয়ন ম্যানুফ্যাকচারিং'-এর মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়ের সহযোগী হয়ে উঠে।

আমরা বাম গণতান্ত্রিক দল ও শক্তির প্রতি এ পুঁজিবাদী শোষণ ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের পথে জনগণের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার আহবান জানাই। জনগণের প্রতি আমাদের আহবান, আসুন সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি, গণসংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলি। কারণ লড়াই ছাড়া বাঁচার ভিন্ন কোন পথ নেই। আসুন – খুনী বাহিনী র‍্যাব বিলুপ্ত করা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গুম-অপহরণ-ক্রসফায়ারের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যা অবিলম্বে বন্ধ করা, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে হত্যাসহ প্রতিটি গুরুতর অভিযোগের তদন্তের জন্য স্বাধীন কমিশন গঠন করা, নারায়ণগঞ্জে ৭ খুনের সাথে জড়িত র‍্যাব কর্মকর্তা ও সন্ত্রাসী-গডফাদারদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার-বিচার এবং সন্ত্রাসী-গডফাদারদের সরকারি প্রশ্রয়দান বন্ধ করার আশু দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলি।

বাকৃবিতে ছাত্র ফ্রন্টের কমিটি পরিচিতি ও সেমিনার

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের নবগঠিত কমিটি পরিচিতি অনুষ্ঠান ও সেমিনার ১২ মে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিকাল ৪.৩০ মিনিটে বিজয় ৭১ পাদদেশে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদক মলয় সরকার। উদ্বোধন শেষে একটি সুসজ্জিত র‍্যালি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে টিএসসি-তে শেষ হয়। এরপর টিএসসি কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার।

ছাত্র ফ্রন্ট বাকৃবি শাখার সভাপতি সেঁজুতি চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অজিত দাশের পরিচালনায় 'শিক্ষার অধিকার, রাষ্ট্রের দায় : প্রসঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিপ্লব চৌধুরী এবং বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড উজ্জ্বল রায়, বাসদ ময়মনসিংহ জেলা সমন্বয়ক শেখর রায় এবং ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মলয় সরকার। আলোচনা সভা শেষে ১৯তম কাউন্সিলের মাধ্যমে আশরাফ মিল্টন-কে সভাপতি, রাফিকুজ্জামান ফরিদ-কে সহ-সভাপতি ও বিপ্লব চৌধুরী-কে সাধারণ সম্পাদক এবং জাকিয়া সুলতানা-কে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটি পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

পানির হিস্যা আদায়ে সরকার কতটুকু আন্তরিক?

(শেষ পৃষ্ঠার পর) মরুকরণকে আরো তীব্র করে তুলবে – এ আশঙ্কাও জনমনে প্রবল হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত চতুর্থ বৃহত্তম নদী তিস্তা একটি আন্তর্জাতিক নদী। ভারতের সিকিম থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তিস্তার মোট দৈর্ঘ্য ৩৬৬ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভারতে প্রবাহিত ২৪৯ কিলোমিটার ও বাংলাদেশে প্রবাহিত ১১৭ কিলোমিটার। তিস্তা অববাহিকায় মোট সেচ এলাকার পরিমাণ ১৯ দশমিক ৬৩ লাখ হেক্টর, যার মধ্যে বাংলাদেশে রয়েছে ৭ দশমিক ৪৯ লাখ হেক্টর। বাকিটা ভারতে। সীমান্তের প্রায় ৫০ মাইল উজানে ভারতের জলপাইগুড়ির মেকলিগঞ্জে তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত ২১১.৫৩ মিটার দীর্ঘ গজলডোবা ব্যারেজ নির্মাণ করে ওই অঞ্চলে সেচ কাজ চালাচ্ছিল। সম্প্রতি ভারত সেচের পাশাপাশি তিস্তা নদী থেকে খালের সাহায্যে পানি সরিয়ে পশ্চিমে মহানন্দা, মেচি, পুনর্ভবা, আত্রাই ইত্যাদি নদীতে নেয়া শুরু করেছে। এ জন্য গজলডোবার সকল গেইট বন্ধ করে সম্পূর্ণ পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। অথচ এর ফলে বাংলাদেশ তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কিনা, এখানকার তিস্তা পাড়ের লক্ষ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকার কি হবে, প্রকৃতি-পরিবেশের কি হবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভাবে নি। তিস্তায় পানি না থাকায় আমাদের দেশের বৃহৎ সেচ প্রকল্প 'তিস্তা সেচ প্রকল্প' অকার্যকর হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, তিস্তায় পানি না থাকায় এ অঞ্চলের ধরলা, ঘাঘট, যমুনেশ্বরী, আখিরা, দুধকুমার, বুড়ি তিস্তাসহ প্রায় ৩৩টি ছোট বড় নদ-নদীতে তার প্রভাব পড়ছে। রংপুর অঞ্চল ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে গেছে মাত্রাতিরিক্তভাবে।

ভারতের শাসকগোষ্ঠী এসব বিষয় নিয়ে ভাবেনি, এটা যেমন সত্য, তারচেয়েও বড় সত্য যে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী, বর্তমান সরকার তারাও এ বিষয়ে ভাবিত নয়।

দায় চাপানোর খেলা

২০১১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের বাংলাদেশ সফরের সময় তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভারত সরকার পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বিরোধিতাকে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করিয়ে ভারত সরকার চুক্তি করতে অপারগতা প্রকাশ করে। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তিস্তা চুক্তি না হওয়ার জন্য মমতাকে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে দায়ী করে বলেছেন, ভারতের কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার চুক্তি করতে আগ্রহী ছিল। কেন্দ্র দায়ী করছে রাজ্য-কে, হাসিনা দায়ী করছেন মমতাকে – কিন্তু বাস্তব ঘটনা কি?

তিস্তার পানি বণ্টন সমস্যাটি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলিয়ে রাখা সমস্যা। তিস্তা নদীর পানিবণ্টন নিয়ে স্বাধীনতার পর আলোচনা শুরু হলেও ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে ভারত-বাংলাদেশ মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে প্রথম একটি সমঝোতা হয়। তখন ঠিক হয়, ভারত ৩৯% ও বাংলাদেশ ৩৬% পানি পাবে। বাকি ২৫% কতটুকু বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত তিস্তার গতিপথ বাঁচিয়ে রাখার জন্য দরকার এবং এটি কিভাবে ভাগাভাগি হবে তা নিয়ে পরে আলোচনার কথা ছিল। অর্থাৎ এটি কোনো স্থায়ী চুক্তি ছিল না, কিন্তু সেটাও ভারত মেনে চলছে না। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, কেন এত দীর্ঘ দিন ধরে সমস্যাটিকে ঝুলিয়ে রাখা হল।

শুধু তাই নয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনার বাইরে কোনো অবস্থান নিয়েছে? তিস্তা থেকে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পানি সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের? নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের? ইতোমধ্যে তিস্তাসহ বিভিন্ন নদীর পানি ব্যবহার করে আগামী ১০ বছরে ৫০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিরাট পরিকল্পনা নিয়েছে ভারত। এটা কোনো আঞ্চলিক সরকারের পরিকল্পনা নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা। ওই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে সিকিমে তিস্তার উপর তিনটি বাধ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, আরো ১০টি বাস্তবায়নের পথে। এভাবে ৩৫টি প্রকল্পের পরিকল্পনা রয়েছে ভারতের। ভারত সরকারের এই প্রকল্পের আওতায় পানির বৃহৎ রিজার্ভার গড়ে তোলা হবে এবং এগুলোর শক্তিশালী প্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। গজলডোবার গেট দিয়ে চুঁইয়ে আসা পানি দিয়ে গজলডোবার ৪০ কিলোমিটার পূর্বে বাংলাদেশের ডিমলা উপজেলার কালীগঞ্জ জিরো পয়েন্ট থেকে উত্তর-পশ্চিমে বাঁধ দিয়ে আরো চারটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ করছে। আগামী জুন মাসে সেগুলো চালু করার কথা।

এখানেই শেষ নয়। ভারত গজলডোবায় বাঁধ দিয়ে দুই হাজার ৯১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ খালের মাধ্যমে এক হাজার ৫০০ কিউসেক পানি মহানন্দা নদীতে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানকার বিরাট সেচ প্রকল্প তো আছেই। বোঝাই যাচ্ছে, এই বিরাট পরিকল্পনা কেবল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের নয়, ভারতের

কেন্দ্রীয় সরকারেরই। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তিস্তার পানির ছিটেফোটাও কি বাংলাদেশে আসবে? আসলে দায় চাপানোর খেলায় জনগণকে বোকা বানানোই হচ্ছে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক : শাসকগোষ্ঠীর লেনদেন

বাংলাদেশ ও ভারত প্রতিবেশী। ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক কারণে বহু বিষয়ে দু'দেশের জনগণের স্বার্থ পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু দুই দেশের শাসকগোষ্ঠী জনগণের স্বার্থকে জিম্মি করে নিজেদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট লেনদেনেই মনযোগী।

বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ৫৭টি অভিন্ন নদীর ৫৪টিই এসেছে ভারত থেকে। ফলে দু'দেশের মধ্যে নদীর পানির ন্যায্য বণ্টন, সীমান্ত ও ছিটমহল সমস্যার সমাধান, বাণিজ্য ঘাটতি পূরণ, জনগণের বাধাহীন যাতায়াত – এসব সমস্যা নিয়ে জনস্বার্থের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় আলোচনা ও উদ্যোগ গ্রহণ ছিল অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু কোন একটি প্রশ্নেও আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠী কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে নি। এর পরিবর্তে, বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর এবং এখানকার বুর্জোয়াশ্রেণীর সব সময় প্রচেষ্টা ছিল, জনগণের এসব সমস্যাকে সামনে রেখে নিজেদের নানা লেনদেন, ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থ আদায় করা। বর্তমান সময়ে এর প্রত্যক্ষ ফলাফল হচ্ছে ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট-করিডোর, রামপাল বিদ্যুৎপ্রকল্প, ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়, এবং সর্বোপরি ক্ষমতায় থাকা ও যাওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের শাসকদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদদ।

অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে এখন পর্যন্ত সাফল্য ধরা হয় গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তিকে। এ চুক্তির দিকেও আমাদের ভালো করে নজর দেয়া দরকার। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৭ সালে প্রথম গঙ্গা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এ চুক্তিতে বাংলাদেশের জন্য ন্যূনতম ৩৪ হাজার ৫০০ কিউসেক পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা দেয়া ছিল। কিন্তু ১৯৮২ সালের পর কোনো চুক্তি না থাকায় ফারাক্কা দিয়ে পানি আসা কমে যায়। এরপর ১৯৮২ এবং ১৯৮৫ সালে দুটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কিন্তু তাতে কোনো 'গ্যারান্টি ক্লজ' ছিল না। ওই সময় ভারতের প্রস্তাব ছিল বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে একটি খাল কেটে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি ফারাক্কার উজানে ফেলে পানির ঘাটতি মেটানোর। কিন্তু এতে লাখ লাখ মানুষকে ঘড়বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে হতো তাই বাংলাদেশ এ প্রস্তাবে সায় দেয়নি। ফলে ভারত গঙ্গার পানির বিষয়ে নিজের নীতিতেই চলতে থাকে। এরপর ১৯৯৬ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অংশের প্রবাহ ১০ হাজার কিউসেকেরও নিচে নেমে আসে। ১৯৯৬ সালে যে চুক্তি হয়, তাতে সর্বনিম্ন ২৭ হাজার ৬৩৩ কিউসেক পানির কথা বলা হয়। কিন্তু এ চুক্তিতে কোনো গ্যারান্টি না থাকায় প্রায় বছরই এ চুক্তির কোনও সুফল পাওয়া যায় না।

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এবং বিশেষভাবে তিস্তার পানিবণ্টন বিষয়টি বোঝার জন্য আরো কিছু বিষয় আমলে নেয়া দরকার। যেমন, অভিন্ন নদীর পানিবণ্টনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও বিধানাবলী। হেলসিংকি নীতিমালা অনুসারে প্রতিটি নদী তীরবর্তী রাষ্ট্র তার সীমানায় পানি সম্পদের ব্যবহারের অধিকার ভোগ করবে যুক্তি ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে। পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সবার অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ জলপ্রবাহ কনভেনশনে পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'যুক্তি ও ন্যায়পরায়ণতার নীতিমালা' গ্রহণ করে। গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তির নবম অনুচ্ছেদে অভিন্ন প্রবাহে 'অপরের জন্য ক্ষতিকর কিছু' না করার অঙ্গীকার রয়েছে। কিন্তু শুধু তিস্তা নয়, অভিন্ন নদীর পানিবণ্টন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী ভারত এসব আমলে নেয়া প্রয়োজন বোধ করছে না। বাংলাদেশের স্বার্থ ও প্রকৃতি-পরিবেশের ক্ষতির বিবেচনা না করেই ভারত মেঘনার উৎস নদী সুরমা-কুশিয়ারার উজানে বরাক নদীতে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র ও সেচপ্রকল্প চালুর পরিকল্পনা করছে।

উজানের দেশ এবং পরাশক্তি হিসাবে ভারতের কাছ থেকে জাতীয় স্বার্থ আদায়ে আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠীর উচিত ছিল দ্বি-পক্ষীয় আলোচনার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক ফোরামে বিষয়গুলো উত্থাপন করা, বিশেষত নদীর পানির বিষয়টি। কিন্তু বাংলাদেশের সরকারগুলো এ বিষয়ে বরাবরই সে পথ অনুসরণে বিরত থেকেছে, আগ্রহ দেখিয়েছে দ্বি-পাক্ষিক সমঝোতায়। কারণ কি, সেটা আগেই বলা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত ফোরাম পাশ কাটিয়ে গোপন দ্বি-দলীয় লেনদেন-নির্ভর আলোচনায় শাসকদের বিশেষ আগ্রহের এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ হল জাতিসংঘ জলপ্রবাহ সনদে (ইউএন ওয়াটারকোর্সেস কনভেনশন, ১৯৯৭) বাংলাদেশের স্বাক্ষর না করা। কমবেশি ২৭ বছরের প্রস্তুতি, আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক আলোচনা শেষে ১৯৯৭ সালের ২১ মে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে 'দ্য কনভেনশন অন দ্য ল অব নন-নেভিগেশনাল ইউজেস অব ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটারকোর্সেস' গৃহীত হয়েছিল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায়। ১০৬টি দেশ এর পক্ষে ভোট দিয়েছিল। বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল মাত্র তিনটি দেশ – বুরুন্ডি, চীন ও তুরস্ক। কনভেনশনটি কেবল আন্তর্জাতিক জল-আইনের বিবর্তনের ধারায় বড় ধরনের সাফল্য নয়, সাধারণ পরিষদে পাশ হওয়ার সময়টিও আখ্যায়িত হয়েছিল 'ঐতিহাসিক মুহূর্ত' হিসেবে। জাতিসংঘের কোনো কনভেনশন কার্যকর করতে অন্তত ৩৫টি সদস্য দেশের অনুস্বাক্ষর বা রেটিফিকেশন প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত ২২টি দেশ এতে স্বাক্ষর করেছে। অনুস্বাক্ষর করেছে প্রয়োজনের অর্ধেকেরও কম, ১৬। অথচ নথিপত্রে দেখা যাচ্ছে, এর প্রস্তাবকারী দেশের সংখ্যাই ছিল ৩৮টি। প্রস্তাবকারী দেশগুলোই যদি অনুস্বাক্ষর করত, এটি কার্যকর হতো আরও ১০ বছর আগে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এর প্রস্তাবকারী ২৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছিল। এই কনভেনশনের সাত নম্বর ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক প্রবাহের ক্ষেত্রে একটি দেশ এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবে না, যা আরেকটি দেশের জন্য 'ধর্তব্য ক্ষতির' কারণ হয়। ফলে যেসব দেশ গায়ের জোরে আন্তর্জাতিক প্রবাহের একতরফা ব্যবহার করছে, তারা বেঁকে বসেছে। অথচ ৫৭টি অভিন্ন নদী তথা ভূ-উপরিস্থ পানিসম্পদের সব উৎসের ভাটিতে থাকা একটি দেশের জন্য 'ইউএন ওয়াটারকোর্সেস কনভেনশনে'র ব্যবহারিক উপযোগিতা নিয়ে নতুন করে ব্যাখ্যা করার কিছু নেই। বাংলাদেশের জন্য পরিস্থিতিটা এমনও নয় যে ইউরোপীয় দেশগুলোর মতো আমরা প্রতিবেশীর সঙ্গে আরও উন্নত দ্বি-পক্ষীয় রক্ষাকবচ নিয়ে বসে আছি। বরং গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তির নবম অনুচ্ছেদে অভিন্ন প্রবাহে 'অপরের জন্য ক্ষতিকর কিছু' না করার যে অঙ্গীকার রয়েছে, ভারত তা সকাল-বিকেল লঙ্ঘন করছে।

এখানেই পরিহাসের পরিসমাপ্তি নয়। বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে এ বিষয়ে একবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে মত নেওয়ার জন্য দেশীয় যেসব বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তারা সবাই প্রায় একবাক্যে সায় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বাংলাদেশের উচিত অবিলম্বে কনভেনশনে স্বাক্ষর করা। অন্যান্য দেশও যাতে এতে স্বাক্ষর করে, সেজন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখা। তারপর কী এক অদৃশ্য ইশারায় বিষয়টি অগ্রসর হয়নি।

আজকেও যদি দেশবাসীর তুমুল হইচইয়ের ফলে তিস্তার পানি নিয়ে দু'দেশের কর্তাব্যক্তিরা আলোচনার টেবিলে বসেন, সেখানে দু'দেশের জনগণের স্বার্থ, কৃষক-জেলে সম্প্রদায়ের ক্ষতি, পরিবেশের ক্ষতি ইত্যাদি বিষয় কি প্রাধান্য পাবে? তিস্তার পানির বণ্টনের ভিত্তি কি হবে? ভারতের চাওয়া আর বাংলাদেশের মেনে নেওয়া? তিস্তার কোন প্রবাহকে বণ্টনের জন্য হিসাবে ধরা হবে? তিস্তার উজানে বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার কিউসেক পানি প্রত্যাহার করার ফলে গজলডোবা পয়েন্টে যে যৎসামান্য পানি পাওয়া যাবে, তা কি তিস্তার ঐতিহাসিক প্রবাহের সমপরিমাণ হবে? এসব বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ভাবতে হবে।

পানি সম্পদ নিয়ে আমাদের শাসকদের কোনো নীতিমালা আছে কি?

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ – এ কথা স্কুলের পাঠ্যবইতে কে না পড়েছে। বাংলাদেশ পানিবাহিত পলিমাটি দিয়ে গঠিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব-দ্বীপ, যা পরাক্রমশালী নদী গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা (GBM) বেসিন বা অববাহিকার সৃষ্টি। বাংলাদেশের চার-পঞ্চমাংশ ভূখণ্ড তৈরি হয়েছে গঙ্গা(পদ্মা)-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা(বরাক) নদী সিস্টেমের মাঝে। ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশের মানুষ, পরিবেশ, প্রকৃতি নদী ও পানির উপর বিপুলভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু এই পানিসম্পদ নিয়ে বাংলাদেশের শাসকরা কখনোই কোনো জনস্বার্থ রক্ষাকারী নীতি প্রণয়ন করেনি। তা না করলেও অলিখিতভাবে চলছে নদী-খাল-বিল-জলাশয় লুটপাট-দখল-দূষণ-ভরাটের মহোৎসব।

আসলে দেশের অর্থনীতিতে যে নীতি চলছে, এখানেও তাই। নদী-পরিবেশ-প্রকৃতি সব কিছুই বিচার করা হচ্ছে মুনাফার চোখে। দেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, মানুষের জীবন ও তার বসবাসের পরিবেশ কি হবে – এসব ভাবার সময় ও প্রয়োজন কোনোটাই শাসকদের, সরকারের নেই। কিন্তু আমরা যারা দেশের বুকে বাস করি, যাদের ভূত-ভবিষ্যত এ দেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, যারা 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' বলে আবেগে উদ্বেল হই – তারা চোখের সামনে দিনের পর দিন এই লুটপাট, এই ধ্বংসযজ্ঞ দেখে চলেছি। মেনে নিচ্ছি।

তিস্তার পানি পাওয়া আমাদের ন্যায্য অধিকার। আন্তর্জাতিক আইনও এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে। কিন্তু শাসকদের পক্ষ থেকে লাভালাভের হিসাবের বাইরে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেই। এর সাথে আমাদের এটাও মনে রাখা দরকার যে দুই দেশের জনগণের প্রকৃত সমস্যা আড়াল করতে শাসকগোষ্ঠী জনগণের বঞ্চনাবোধকে কাজে লাগিয়ে সাম্প্রদায়িকতা উসকে দিতে চায়। যে কারণে আমাদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের পাশে ভারতের গণতান্ত্রিক স্যেকুলার জনগণ ও শক্তিকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানাতে হবে। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে পারে জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। বিশেষত বাংলাদেশে আজ বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে তিস্তার পানিসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়, ভারত-বাংলাদেশের সকল অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানের দাবিতে ব্যাপক জনমত এবং আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

বাণিজ্যিকীকরণের আগ্রাসনে বিপন্ন চিকিৎসার অধিকার

(প্রথম পৃষ্ঠায় দেখুন) একজন সাংবাদিককে পিটিয়ে আহত করার খবর এসেছে। এসব ঘটনার জের ধরে চিকিৎসক-সাংবাদিক সমাজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছেন। একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করে বিচার দাবি করছেন। চিকিৎসকরা হামলার বিচারের দাবিতে প্রতিবাদে নেমেছেন, তারা কর্মবিরতি পালন করছেন। আর মাঝখান থেকে ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ।

এর পাশাপাশি চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। ইতোমধ্যে পিজি হাসপাতাল বলে পরিচিত সরকারি হাসপাতালকে বঙ্গবন্ধুর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মাত্র কিছুদিন আগে দেশের শীর্ষ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। সেখানকার শিক্ষার্থী-কর্মচারী এবং বামপন্থীসহ সচেতন মহলের প্রতিবাদের মুখে সরকার সে পরিকল্পনা স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিবাদ চলছে চট্টগ্রামেও। সেখানে বামপন্থীদের নেতৃত্বে সচেতন নাগরিকদের নিয়ে গড়ে ওঠেছে 'চট্টগ্রাম জনস্বাস্থ্য অধিকার রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ'।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এই দুটি চিত্র আপাত ভিন্ন মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা মনে করি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই বিপন্ন বেহাল দশার উৎস মূলত এক জায়গায় – সেটি হল বাণিজ্যিকীকরণের আগ্রাসন। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সমস্ত ধরনের সেবামূলক খাতগুলোকে বাণিজ্যিকীকরণের হাতে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। এর পরিণতিতে শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার জনগণের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। এসব খাতে ব্যাপক হারে ব্যবসায়ী পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটায় শিক্ষক, চিকিৎসকের মতো শ্রদ্ধা ও সম্মানের পেশাগুলোও আর আগের জায়গায় থাকতে পারছে না। পাশাপাশি, এসব পেশায় নিয়োজিত কিছু কিছু মানুষের আচরণ গোটা পেশাকেই কলঙ্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করে চলেছে।

সম্প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে দেশের সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসমূহকে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। জনগণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর পূর্বে ২০১১ সালে একইভাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু কলেজের ছাত্র-কর্মকর্তা-কর্মচারি ও বামপন্থীদের প্রতিবাদের মুখে তা বাতিল করতে সরকার বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু জনগনের স্বাস্থ্য অধিকার হরণের এ চক্রান্ত বন্ধ হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, জনগণের চিকিৎসা সেবা উন্নত করার স্বার্থে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসমূহকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। এতে কেউ কেউ বিভ্রান্তও হচ্ছেন। কিন্তু সত্য হচ্ছে বিপরীত। কারণ বাস্তবে সরকার ব্যবসায়ীদের স্বার্থে স্বাস্থ্যখাতকে বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ করার জন্যই এ পদক্ষেপ নিচ্ছে।

এ বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। গত শতকের ৮০-এর দশক থেকে নয়া উদারনীতিবাদ, বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার অর্থনীতি ইত্যাদি নীতির কথা বিশ্বজুড়ে বেশ জোরেশোরে শোনা যেতে থাকে। বাংলাদেশেও এসব কথা অত্যন্ত মুখরোচক ভঙ্গিতে প্রচার করা হয়। এসব নীতির মূল কথা কি? এগুলো মূল কথা হল, এতদিন রাষ্ট্র জনগণের যেসব অধিকারের সুরক্ষা দিত, দায়িত্ব নিত, এখন আর রাষ্ট্র সে দায়িত্ব পালন করবে না। সব তুলে দেয়া হবে পুঁজির হাতে, ব্যবসায়ীদের হাতে। এ কাজটি তো আর এক ধাক্কায় করা যাবে না, তাহলে সমাজে এর প্রতিক্রিয়া হবে তীব্র। তাই ধীরে ধীরে বিষয়টিকে সহনীয় ও গ্রহণীয় করার মাধ্যমে এই বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া চালু করা হয়। এ উদ্দেশ্য থেকেই একদিকে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবহন ইত্যাদি জনসেবামূলক খাতে সরকারগুলো বাজেট কমাতে শুরু করে। এর সাথে শুরু হয় নানা ধরনের চক্রান্ত – যার ফলে সরকারি হাসপাতাল-স্কুল-কলেজগুলোতে সেবার মান পড়তে থাকে। মানুষ সরকারি হাসপাতাল-স্কুল-কলেজ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করে। নিতান্ত গরিব না হলে আর কেউ সরকারি হাসপাতালে যায় না। নিতান্ত বাধ্য না হলে আর কেউ ছেলেমেয়েদের সরকারি প্রাইমারি স্কুলে পাঠায় না। এই বহুমুখি আক্রমণে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতগুলো বিশেষত শিল্প-কারখানা ইত্যাদি ধ্বংস হয়ে গেছে। এ প্রক্রিয়ার পরের ধাপে শুরু হয় এসব রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানকে কথিত আধুনিকায়ন ও উন্নত করা এবং সেবার মান বাড়ানোর উদ্যোগ। নতুন করে নানা ধরনের ফি আরোপ, পুরনো নামমাত্র ফি-গুলোকে বাড়ানোর মাধ্যমে এসব সেবাকে ব্যয়বহুল করে তোলা হতে থাকে। বর্তমানে সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় করার যে সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে, এটা ওই প্রক্রিয়ারই অংশ।

পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব এই তথাকথিত উদারীকরণ-মুক্তবাজারের নীতি কেন চালু করেছে সেটা আমরা জানি। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যাপী যে স্থায়ী অর্থনৈতিক মন্দা চলছে তাতে এসব দেশে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত কমছে, বেকারত্ব বাড়ছে। মানুষের যেহেতু ক্রয় ক্ষমতা নেই তাই বাজার সংকুচিত। ফলে পুঁজিপতিদের কাছে যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি সঞ্চিত হয়ে আছে সেগুলো শিল্প-কারখানা স্থাপনে ও উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ করতে পারছে না, কারণ এতে মুনাফা অনিশ্চিত। কিন্তু এ পুঁজি অলস পড়ে থাকলেও চলছে না। তাই তারা পুঁজি বিনিয়োগের নানা রাস্তা বের করেছে – কখনো মাইক্রো ক্রেডিটের নামে, কখনো উদারীকরণের নামে, কখনো মুক্তবাজারের নামে।

আমাদের দেশটিও তো এই বিশ্ব পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থারই অভিন্ন অংশ। এখানকার শাসকগোষ্ঠীও এই একই কারণে তথাকথিত মুক্তবাজার-নয়া উদারীকরণ ইত্যাদি নীতি অনুসরণ করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কল-কারখানা, ব্যাংক-বীমা-পরিবহন, বিদ্যুৎ-জ্বালানি সবই এই নীতির আওতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গত কয়েক দশকে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে ও সহায়তায় রাষ্ট্রায়ত্ত প্রায় ৬০০০ শিল্প-কারখানাকে ধাপে ধাপে বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ২৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণের বিনিময়ে ৩০ হাজার শ্রমিককে বেকার করে, পাটচাষীদের গলায় ফাঁস দিয়ে আদমজী পাটকল বন্ধ করা হয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে যেটুকু বাকি আছে, সেটাকেও গ্রাস করার পরিকল্পনাই এখন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় একেবারে প্রাইমারি থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সর্বত্র বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণের নানা পরিকল্পনা-প্রকল্প বাস্তবায়ন চলছে।

বর্তমান সময়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার স্বাস্থ্যখাতে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ হ্রাসের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেশের সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসমূহকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে বেসরকারিকরণের পদক্ষেপ নিয়েছে। গত ৫ বছরে জাতীয় বাজেটে ধারাবাহিকভাবে স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ কমেছে : ২০০৯-'১০ সালে ৬.৩৩%, ২০১০-'১১ সালে ৬.১৯%, ২০১১-'১২ সালে ৫.৬৪%, ২০১২-'১৩ সালে ৫.৫১%, ২০১৩-'১৪ সালে ৪.২৭% বরাদ্দ ছিল স্বাস্থ্যখাতের জন্য। দেশে ১৬ কোটি মানুষের জন্য চিকিৎসক আছে মাত্র ৬১,৫১২ জন অর্থাৎ ২,৬৫৯ জনের জন্য ১ জন্য মাত্র চিকিৎসক! দেশে বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা ২,৯৬৬টি এবং সরকারি হাসপাতালে সংখ্যা মাত্র ৫৭৮টি! সরকারি হাসপাতালে শয্যা রয়েছে ৬৫,৪৭০টি আর বেসরকারি হাসপাতলে শয্যা রয়েছে ৫৩,৪৪৮টি। দেশে স্বাস্থ্যসেবার সংকট কাটাতে সরকারি উদ্যোগে নতুন নতুন হাসপাতাল স্থাপন করা হচ্ছে না কিন্তু তার বিপরীতে গড়ে উঠছে শত শত প্রাইভেট ক্লিনিক ও হাসপাতাল। দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজ আছে ২২টি কিন্তু বেসরকারি মেডিকেল কলেজ আছে ৫৪টি। এভাবে স্বাস্থ্যখাতে ক্রমাগত সরকারি উদ্যোগ কমিয়ে দেয়ার মাধ্যমে দেশের ধনীক গোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যখাত নিয়ে বাণিজ্য করার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) অনুসারে চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এবং অনুচ্ছেদ ১৮(১) অনুযায়ী জনগণের পুষ্টির মান উন্নয়ন ও জনস্বাস্থের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান মৌলিক কর্তব্য। কিন্তু রাষ্ট্র এ দায়িত্ব পালন না করে বরং স্বাস্থ্যখাতকে বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। চিকিৎসা এখন আর সেবা নয়, পণ্যে পরিণত হয়েছে – ফেল কড়ি, মাখো তেল।

সম্প্রতি মহাজোট সরকার কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে টিকফা চুক্তি স্বাক্ষরেরও অন্যতম বিষয় হচ্ছে শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ সেবাখাতগুলো থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া। বিশেষ করে টিকফা চুক্তির মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণ আইন সংক্রান্ত ধারাটি সরাসরি দেশের ঔষধ শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ঔষধের দাম বহুগুণে বেড়ে যাবে। দেশে তৈরী হওয়া প্রায় সব ঔষধের প্রস্তুতপ্রণালীর মালিকানা বা পেটেন্ট অন্য দেশের বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের। বর্তমানে প্রায় ৩০০টি ঔষধ প্রস্তুতকারি প্রতিষ্ঠান দেশের প্রায় ৯৭% ঔষধ তৈরী করছে। টিকফা চুক্তির ফলে মেধাস্বত্ত্ব আইনের প্রয়োগ হলে বাংলাদেশ আর পেটেন্টেড ঔষধগুলো তৈরী করতে পারবে না। ফলে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত ঔষধ চড়া দামে দেশের মানুষকে কিনতে হবে। দেশে ঔষধ উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও ঔষধ শিল্পের মালিকরা সিন্ডিকেট করে প্রতিনিয়ত ঔষধের দাম বাড়িয়ে চলেছে। আর টিকফা চুক্তির ফলে বিদেশ থেকে আমদানী করতে হলে গরিব মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর থাকলেও ঔষধের দাম তারা নির্ধারণ করে না, করে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। ফলে ঔষধ কোম্পানিগুলো প্রতিযোগিতা করে ঔষধের দাম বাড়াচ্ছে।

দেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতারা, মন্ত্রী-এমপি-আমলা-ব্যবসায়ীরা সামান্য সর্দি-জ্বর হলেই আমেরিকা-সিঙ্গাপুর-ব্যাংকক ছুটে যায়। কিন্তু জনগণের বৃহত্তম অংশ গরিব-সাধারণ মানুষের একমাত্র ভরসাস্থল সরকারি হাসপাতালগুলো। যেখানে একজন শ্রমিককে মাত্র তিন হাজার টাকা দিয়ে পরিবার নিয়ে গোটা মাস চলতে হয়, সেখানে প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোতে হাজার হাজার টাকা খরচ করে তার পক্ষে চিকিৎসা নেয়া আকাশকুসুম কল্পনা। তাই গরিব মানুষেরা একেবারে মরনাপন্ন না হলে চিকিৎসকের কাছে যান না। ২০০৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়া হতো। কিন্তু ২০১০ সালে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ অনুযায়ী সরকারি হাসপাতালগুলোতে ২৩টি ক্যাটাগরিতে ৪৭০টি আইটেমের উপর 'ইউজার ফি'-এর নামে চিকিৎসা সেবার মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রস্তাবনায় যা বলা হয়েছে তা হলো, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে বিভিন্ন টেস্টের মূল্য ধার্য করতে হবে। এতে প্রতিটি টেস্টের মূল্য বাড়বে, ক্ষেত্র বিশেষে তিন থেকে চারগুণ বাড়বে। বলা হয়েছে, বিনামূল্যের বা নামমাত্র মূল্যের আইসিইউ সেবা এবং রেডিওথেরাপি, এক্সচেঞ্জ ব্লাড ট্রান্সফিউসন সেবাসহ স্বল্পমূল্যের বা বিনামূল্যের সব সেবা বন্ধ করে দিয়ে সেবা ফি নিতে হবে। বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে করা হলে আইসিইউ-তে থাকার জন্য রোগীদের প্রতিদিন একশত টাকার বদলে এগার হাজার টাকা দিতে হবে, প্রতিটি অপারেশনের জন্য দিতে হবে আট হাজার টাকা যা এখন বিনামূল্যে করা হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই রোগীদের উচ্চমূল্য দিতে হবে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বর্তমানে মেডিকেল কলেজ ও চমেক হাসপাতালের আয় বছরে সাড়ে চার কোটি টাকা। সরকার দেয় প্রায় ৫৪ কোটি টাকা (২০১০-'১১ সালের হিসাব অনুযায়ী)। মেডিকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করলে এই আয় দাঁড়াবে ৬০ কোটি টাকা। ফলে সরকারকে আর টাকা দিতে হবে না। বলা নিস্প্রয়োজন, এই আয় হবে রোগীদের কাছ থেকে। আরো ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো করতে গেলে এখানে ইমারজেন্সি থাকবে না, ১৩০০ বেডের বিপরীতে ২২০০-২৩০০ রোগী ভর্তি করা যাবে না। যেমনটি হয়েছে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। চট্টগ্রাম বা রাজশাহী মেডিকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করা হলে একই পরিণতি হবে। এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে বিপদে পড়বে ওই অঞ্চলের লক্ষ কোটি সাধারণ মানুষ।

চিকিৎসা, শিক্ষকতা এগুলো মহৎ পেশা হিসাবেই বহু কাল ধরে স্বীকৃত। কিন্তু এসব পেশার মানুষেরা ক্রমাগত বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনটি হারিয়ে ফেলতে বসেছেন। সমাজের প্রতি, রোগীর প্রতি যে দায়িত্ব ও দরদ একসময় চিকিৎসকরা অনুভব করতেন, বাণিজ্যিকীকরণ ও মুনাফাবৃত্তির কবলে সে-সব আজ বিলুপ্তির পথে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে দলবাজী। বর্তমান সময়ে আওয়ামী লীগ এ দলবাজীর চ্যাম্পিয়ান। সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনায় এসব দলবাজ চিকিৎসকদের ভূমিকাই দেখা গেছে। এই অল্প কিছু দলবাজ চিকিৎসক এবং তাদের গুন্ডামী মাস্তানীর জন্য গোটা চিকিৎসক সমাজই কালিমালিপ্ত হচ্ছেন।

আজ চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে ভঙ্গুর ও নাজুক চিত্র প্রকট হয়ে উঠেছে তাতে চিকিৎসক সমাজ, সাধারণ মানুষ সকলেই উদ্বিগ্ন। এ উদ্বেগকে যথাযথ সম্মান দিয়েই আমরা বলতে চাই, এ অবস্থার পেছনের কারণগুলো বোঝার চেষ্টা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। প্রতিকারের যথার্থ পথ অনুসন্ধানের চেষ্টা করাও আমাদের কর্তব্য। দিনের পর দিন আমাদের চোখের সামনেই শিক্ষা-চিকিৎসা সেবাকে মুনাফাবৃত্তির হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আমরা নিরবে এটা দেখেছি, মেনে নিয়েছি। আর আজ যখন সেই মুনাফাবৃত্তির কলুষিত কদর্য চেহারা প্রকাশিত হচ্ছে, তখন কখনো বিক্ষুব্ধ হচ্ছি, কখনো অসহায়ের মতো আক্ষেপ করছি। শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক মানবিক অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে ব্যবসায়ীদের মুনাফাবৃত্তির যে পরিকল্পনা শাসকগোষ্ঠী এবং সরকার বাস্তবায়ন করতে চাইছে, সেটা রুখে না দাঁড়ালে চিকিৎসক সমাজও মর্যাদা ও সম্মানের আসন ফিরে পাবেন না। এ কথাটা সমাজের অপরাপর সকল অংশের মানুষ, বিশেষত গরিব সাধারণ মানুষকেও ভাবতে হবে। স্বাস্থ্যখাতসহ সব ধরনের সেবাখাতকে বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণের কবল থেকে রক্ষার লক্ষ্যে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া নিজেদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যাবে কি?

ফরিদগঞ্জে ডাকাতিয়া নদীর কচুরীপানা পরিস্কারের দাবিতে স্মারকলিপি পেশ

সিআইপি'র অভ্যন্তরে ফরিদগঞ্জে প্রবাহমান ডাকাতিয়া নদীর পানি পঁচে গেছে। গত এক মাস যাবৎ নদীতে মাছ মরে ভেসে উঠছে। প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে নদীর দু'পাড়ে। হুমকির মুখে পড়েছে পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও জনজীবন। নদীতে জমাট বাঁধা কচুরীপানা পঁচে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এতে নদীকে কেন্দ্র করে জীবন-জীবিকা নির্বাহকারী জেলে-মৎস্যজীবীরা পড়েছে খুবই বিপাকে। এ অবস্থার অবসানের জন্য আন্দোলনে নেমেছে ফরিদগঞ্জের মৎস্যজীবী সংগ্রাম পরিষদ। মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে তারা গত ৭ মে বুধবার দুপুরে সংশি-ষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ইউএনও বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। নদীর কচুরীপানা পরিস্কারে স্থায়ী প্রকল্প গ্রহণের দাবি জানিয়েছে তারা। স্মারকলিপি প্রদান পূর্বে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বাসদ ফরিদগঞ্জ উপজেলা সদস্য সচিব জিএম বাদশা সিআইপি'র ভিতরে বসবাসকারী সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে এ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। এ সময় অন্যান্যদের উপস্থিত ছিলেন তাজুল ইসলাম, শীতল চন্দ্র দাস, অনিল চন্দ্র দাস, নুরুল ইসলাম কুট্টি, সুখ রঞ্জন বর্মন, বিমল চন্দ্র দাস প্রমুখ। এর আগে গত ২৩ এপ্রিল ফরদিগঞ্জ প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে এসব দাবিতে ১ মে থেকে ১৫ মে পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন, অবস্থান ধর্মঘট ও স্মারকলিপি প্রদানসহ ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মৎস্যজীবি সংগ্রাম পরিষদ-এর সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন নান্নু, উপস্থিত ছিলেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য আলমগীর হোসেন দুলাল।

তিস্তার পানির হিস্যা আদায়ে সরকার কতটুকু আন্তরিক?

● সাম্যবাদ প্রতিবেদন ●

ঘটনাকে চাপা দিচ্ছে অঘটন। একটা অঘটন এসে চাপা দিয়ে দিচ্ছে আরেকটা অঘটনকে। সুস্থির হয়ে নিজের জীবন আর দুঃখের কথা ভাবার জন্যেও দু'দণ্ড সময় মানুষ পায় না। কিন্তু তারপরও নির্মম কঠিন বাস্তবের টানে মানুষকে আবার জীবনের সমস্যাগুলোর দিকে ফিরে তাকাতে হয়। তিস্তার পানির সমস্যা বাংলাদেশের মানুষের জীবনে তেমনি একটি সমস্যা।

এ বছরের মার্চ মাসের শেষ দিকে তিস্তার পানির সমস্যাটি আলোচনায় আসে। ওই সময় তিস্তার পানি প্রবাহ স্মরণকালের সর্বনিম্নে নেমে আসে। জানা যায়, ১৯৭৩-১৯৮৫ কালপর্বে ফেব্রুয়ারির প্রথম ১০ দিনে পানিপ্রবাহ ছিল ৫৯৮৬ কিউসেক। এ বছরের একই সময়ে তা মাত্র ৯৬৩ কিউসেক। আর ১৯৭৩-১৯৮৫ সময়কালে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় ১০ দিনে গড়ে ৫১৪৯ কিউসেক পানিপ্রবাহ থাকলেও এ বছরের একই সময়ে তা গড়ে মাত্র সাড়ে ৫০০ থেকে ৬০০ কিউসেক। পানির অভাবে তিস্তা পাড়ের ১২টি উপজেলার প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর জমির বোরো আবাদ চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। নীলফামারী, রংপুর, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, বগুড়া জেলার তিস্তা পাড়ের চাষীরা হাহাকার করতে থাকে। চরম দুর্ভোগ নেমে আসে এ নদীর সাথে সম্পৃক্ত হাজার হাজার মৎসজীবী ও মাঝি পরিবারে। পদ্মা (গঙ্গা) নদীর ওপর ফারাক্কা বাধের কারণে উত্তরবঙ্গে যে মরুকরণ চলছে, তিস্তার পানিশূন্যতা সে *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বাম মোর্চার বিক্ষোভ

নারায়ণগঞ্জসহ সারাদেশে অব্যাহত খুন-গুম-অপহরণ-ক্রসফায়ারের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে

র‍্যাব-পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গুম-ক্রসফায়ারের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যা অবিলম্বে বন্ধ করা, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে হত্যাসহ প্রতিটি গুরুতর অভিযোগের বিচারবিভাগীয় তদন্ত এবং নারায়ণগঞ্জে ৭ খুনের সাথে জড়িত র‍্যাব কর্মকর্তা ও সন্ত্রাসী-গডফাদারদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার-বিচারের দাবিতে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ১১ মে রবিবার দেশব্যাপী বিক্ষোভ দিবস পালন করেছে। এ উপলক্ষে ১১ মে বিকাল সাড়ে ৪টায় ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সাইফুল হক, জোনায়েদ সাকী, মোশরেফা মিশু, আজিজুর রহমান, ইয়াসিন মিয়া, হামিদুল হক প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারের প্রশ্রয় ও মদদেই র‍্যাব আজ খুনী বাহিনীতে পরিণত হয়েছে এবং নারায়ণগঞ্জ সন্ত্রাসী-গডফাদারদের অভয়ারণ্য হিসেবে পরিচিত হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের। অভিযুক্ত খুনী সরকারী দলের নেতা এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয় ব্যবহার করে হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দেয়া র‍্যাব অধিনায়ক সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রীর নিকটাত্মীয়। আজকে তাদের কর্মকাণ্ড ফাঁস হয়ে যাওয়ায় জনমতের চাপে এদের বিরুদ্ধে লোকদেখানো তদন্ত করা হচ্ছে, কিন্তু বছরের পর বছর ধরে তাদের বেআইনী সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে। নারায়ণগঞ্জে কিশোর ত্বকীকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত গডফাদার – যিনি প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাংসদ হয়েছেন – তারই প্রধান সহযোগী হিসেবে পরিচিত ৭ খুনের পরিকল্পনাকারী নূর হোসেন। ফলে সরকারি দল-প্রশাসন-র‍্যাব-পুলিশ ও গডফাদারদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক অশুভ চক্র যা দেশে জননিরাপত্তা ও আইনের শাসনের প্রধান অন্তরায়। *(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ধনিকগোষ্ঠীর লুটপাটের উচ্চাভিলাষ পূরণে জনগণের উপর অগণতান্ত্রিক সরকারের ট্যাক্স-ভ্যাট-করারোপের বাজেট প্রত্যাখ্যান করে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা গত ১০ জুন ঢাকায় বিক্ষোভ করে

শ্রমিক গণহত্যার জন্য দায়ী মালিকদের সর্বোচ্চ শাস্তি, হতাহতদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে

গাজীপুর-রানা প্লাজা পদযাত্রা

শ্রমিক গণহত্যার জন্য দায়ীদের সর্বোচ্চ শাস্তি, হতাহতদের পরিবারের ক্ষতিপূরণ এবং শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও নিরাপত্তা, ২৪ এপ্রিল সব কারখানায় ছুটি ঘোষণা ও দিনটিকে গণহত্যা দিবস পালনের দাবি জানিয়ে পালিত হল রানা প্লাজা শ্রমিক গণহত্যা দিবস। রানা প্লাজা শ্রমিক গণহত্যাসহ সকল শ্রমিক হত্যার বিচার, দায়ী ভবন ও গার্মেন্টস মালিকদের *(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বিভাগীয় স্টেডিয়ামের দেয়াল ধসে ৩ জন শ্রমিক নিহতের প্রতিবাদ

সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামের দেয়াল ধসে ৩ জন নিহত হওয়ার প্রতিবাদে এই ঘটনাকে হত্যাকাণ্ড আখ্যা দিয়ে দুর্নীতিবাজ ঠিকাদার ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবিতে বাসদ সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ১০ জুন বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে সিটি পয়েন্টে *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

'চা-শ্রমিক দিবস' উদ্‌যাপন

২০ মে ঐতিহাসিক 'চা-শ্রমিক দিবস'। ১৯২১ সালের এ দিনে চাঁদপুর মেঘনা নদীর স্টিমার ঘাট মালিকদের মদদে ব্রিটিশ গোর্খা সৈন্যের নির্বিচার গুলিবর্ষণে চা শ্রমিকদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। মালিকদের নির্মম নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে কাছার ও সিলেট অঞ্চলের (প্রায় ৩০ হাজার) চা শ্রমিকেরা পন্ডিত দেওশরন ও গঙ্গা দয়াল দিক্ষিতের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে 'নিজ মুল্লুকে' অর্থাৎ জন্ম স্থানে ফিরে যেতে চাইলে মালিক ও সরকার পক্ষ হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠে। ইতিহাসে যুক্ত হয় মালিকশ্রেণী কর্তৃক *(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

প্রশ্নপত্রের ফাঁসের ঘটনা বাণিজ্যিকীকরণেরই ফলাফল

পরীক্ষা মানে শুধু শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নয়, পুরো শিক্ষাপদ্ধতিরই পরীক্ষা। এর মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থী কতটুকু গ্রহণ করতে পারল তা যেমন যাচাই হয়, তেমনি পুরো শিক্ষাব্যবস্থা তাকে কতটুকু শেখাতে পারল তাও যাচাই হয়। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার সাথে যুক্ত শিক্ষক, সিলেবাস-কারিকুলাম, পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষা প্রশাসন, সরকারের শিক্ষানীতিসহ সমগ্র ব্যবস্থার ভূমিকা গৌণ হয়ে গিয়ে শুধু শিক্ষার্থীর মূল্যায়নটি পরীক্ষাপদ্ধতির মূল বিষয় হিসেবে গণ্য হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীর ভালো রেজাল্টই হয়ে উঠেছে শিক্ষার্থীদের ধ্যান-জ্ঞান, জীবনপণ লক্ষ্য। যে শিক্ষকের কাছে ভালো নম্বর পাওয়ার সম্ভব বা যে কোচিং এ পড়লে শতভাগ গোল্ডেন এ প্লাস পাওয়া যায়, সে প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চ বেতন হাঁকাতে শুরু করে। অন্যদিকে স্কুলসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক চাকুরির পরীক্ষাগুলোতে কোচিং বা গাইড বই লেখকদের শতভাগ নিশ্চয়তাসহ সাজেশনের প্রচার দিয়ে চলছে রমরমা বাণিজ্য। এ সমস্ত কোচিং সেন্টার এবং গাইড বই লেখকদের সাথে সরকারের উচ্চপদস্ত কর্মকর্তাদের যোগসাজশের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা *(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িতদের বিচারের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ৩০ এপ্রিল বিক্ষোভ প্রদর্শণ করে এবং ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি পেশ করে

শিক্ষাখাতে ২৫% বরাদ্দের দাবিতে ছাত্র ফ্রন্টের মিছিল-সমাবেশ

জাতীয় বাজেটের ২৫% শিক্ষাখাতে বরাদ্দ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট নিরসনে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে ৪ জুন জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে ছাত্র সমাবেশ ও মিছিল কর্মসূচি পালিত হয়। সংগঠনের নগর শাখার সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকার সভাপতিত্বে ছাত্রসভায় বক্তব্য রাখেন নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক শরীফুল চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল হাসান মুনাকাত, ইডেন কলেজের তানিয়া আলম, ঢাকা কলেজের নাজমুল হোসেন সাদ্দাম, তিতুমীর কলেজের শাখাওয়াৎ হোসেন ও মিরপুর বাংলা কলেজের মো. মাহবুবুর রহমান। সভা পরিচালনা করেন নগর শাখার স্কুল বিষয়ক সম্পাদক সাইদুল হক নিশান।

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় : ১ জুন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে বাজেটে শিক্ষাখাতে ২৫% *(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩, ০১৭১১-৮৯৫৮৪৫, ই-মেইল : spb@sammobad.org, ওয়েবসাইট : www.sammobad.org